CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 7 February, 2021 ■ আগরতলা, ৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ২৪ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে বিচারব্যবস্থা ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ভারতীয় বিচারব্যবস্থা সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা এবং ভারতের গণতন্ত্র উভয়কেই শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে গুজরাট হাইকোর্টের। শনিবার গুজরাট হাইকোর্টের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে গুজরাট হাইকোর্টের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রকাশ করেন একটি ডাক টিকিট। প্রধানমন্ত্রী এদিনের অনুষ্ঠানে বলেন, গুজরাট হাইকোর্টের হীরক জয়ন্তীতে সকলকে হার্দিক অভিনন্দন। সত্য ও ন্যায়বিচারের জন্য গুজরাট হাইকোর্ট যে দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছে, সাংবিধানিক দায়িত্বের জন্য তৎপরতা দেখিয়েছে, এভাবে ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা এবং ভারতের গণতন্ত্র উভয়কেই শক্তিশালী করেছে গুজরাট হাইকোর্ট। আমাদের বিচারব্যবস্থা সংবিধান রক্ষার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে। তুলেছে। সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর সুযোগ দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সমাজে আইনের শাসন, বহু শতাব্দী ধরে সভ্যতা এবং সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি হয়ে আসছে। বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা সাধারণ নাগরিকের মনে বিশ্বাস জাগিয়ে আমাদের ন্যায়বিচার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যেখানে সমাজের সর্বশেষ পর্যায়ে থাকা ব্যক্তির পক্ষেও তা সুলভ হয়, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ন্যায়বিচার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নিয়ে ভারতকে সতর্ক করল রাষ্ট্রসংঘ

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নিয়ে ভারতকে সতর্ক করল রাষ্ট্রসংঘ। একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস জানিয়েছেন, ভারতে জেহাদের বিষ ছড়াতে তৈরি কুখ্যাত আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট -খোরাসন। ভারতীয় উপমহাদেশে এবার সংগঠনটির দায়িত্ব নিয়েছে কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী শাহিব-আল-মুহাজির।

গুতেরেস জানিয়েছেন, ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নাশকতা চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে শাহিব মুহাজিরের। আগে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে সক্রিয় ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন হাক্কানি নেটওয়ার্কের সঙ্গে আগে যোগাযোগ ছিল তার। বর্তমানে আইএস-কে'র নেতা হয়েই ভারত, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার উপর নজর দিচ্ছে সে। ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে হাজার দু'য়েক আইএস-কে জঙ্গি রয়েছে। সেখানে তাদের প্রশিক্ষণ চলছে। যে কোনও সময় তারা ভারত-সহ প্রতিবেশী দেশগুলিতে হামলা চালাতে পারে। জঙ্গি সংগঠনটির শক্তি নিয়ে মহাসচিবের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের সাথে নৌ পরিবহণ, শীঘ্রই সোনামুড়ায় হবে স্থায়ী জেটি ঃ মনসুখ

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। সোনামুড়ায় শীঘ্রই বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সহ একটি স্থায়ী জেটি নির্মিত হবে। বাংলাদেশের সাথে নৌ পরিবহণ ব্যবস্থাকে মজবুত করার প্রশ্নে এই আশ্বাসবাণী শুনালেন কেন্দ্রীয় নৌ পরিবহণ স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মনসুখ মান্দাভিয়া। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, সোনামুড়া-দাউদকান্দি নৌ-পথ উন্নয়নের ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে আমদানি ও রফতানি বাড়বে। আমি স্থায়ী আরসিসি জেটি নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত সাইটটি পরিদর্শন করব এবং সোনামুড়া বন্দরে উপলভ্য সুবিধা খতিয়ে দেখব। স্থায়ী জেটির ভিত্তিপ্রস্তর আগামী দুই মাসের মধ্যেই স্থাপন করা হবে, দৃঢ়তার সাথে বলেন মন্দাভিয়া।

২০২০ সালের ২১ মে গোমতি নদীর সোনামুড়া-দাউদকান্দি ভারত-বাংলাদেশ প্রটোকল রুট হিসেবে অনুমোদিত হয়েছিল। ঢাকাস্থিত ভারতের হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস এবং বাংলাদেশ নৌ পরিবহণ মন্ত্রালয়ের সচিব মহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী দ্বিতীয় সংযোজনে স্বাক্ষর করেছিলেন। মান্দাভিয়া বলেন, প্রটোকল রুটে নৌ পরিবহণের সুবিধার্থে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ড্রেজিং শুরু হয়েছে। তাতে বছরের পর বছর বার্জ এবং ছোট নৌযান চলাচল করতে পারবে। ইতিপূর্বে ত্রিপুরায় ইন্দো-বাংলা আন্তর্জাতিক অভ্যন্তরীণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনায় ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতির পরিমাণ জানতে অন্তর্বর্তী মূল্যায়ন করবে সরকার

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। করোনাকালে ত্রিপুরায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় ক্ষতির পরিমাণ জানতে সমীক্ষা করবে রাজ্য সরকার। তৃতীয় শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অন্তর্বর্তী মূল্যায়ন হবে। শনিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, করোনা-র প্রভাবে সমগ্র বিশ্ব অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ জানতে চাইছে। কিন্তু আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মের পড়াশুনায় কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার মূল্যায়ন জরুরি বলে মনে করেছি।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর নতুন দিশা প্রকল্পের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৪৩.২২ শতাংশ পড়তে জানে। সংখ্যা জ্ঞান ছিল ১৯.০২ শতাংশের। কিন্তু এখন পড়তে জানে ৯৩.৬৩ শতাংশ এবং সংখ্যা জ্ঞান রয়েছে ৮৮.২৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর।

মন্ত্রীর কথায়, পঠন-পাঠনে করোনা-র প্রকোপে ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। সমগ্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় এক ব্যক্তির আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার বৈরাগীপাড়া রাবার বাগানে এক ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। তার নাম ভীম রায় দেববর্মা। জানা যায় তিনি দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। পরিবারের লোকজনদের কাছে তিনি প্রায়ই বলতেন তিনি মরে যাবেন। শেষ পর্যন্ত শনিবার সকালে কাজ করতে গিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে ওই ব্যক্তি।পারিবারিক তরফে জানা যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋণের জ্বালায় স্ত্রী সন্তানকে ফেলে নিখোঁজ গৃহকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ঋণের দায় এবং অভাব-অনটন সহ্য করতে না পেরে এক ব্যক্তি স্ত্রী-সন্তানকে বাড়িতে ফেলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম সেন্টু দাস। বাড়ি আমতলী থানা এলাকার সেকেরকোট। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ওই ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছে। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজখবর করে কোন হদিশ না পেয়ে তার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ মেলেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। অভাগিনী স্ত্রী তার ছয় বছরের পুত্র সন্তানকে নিয়ে অসহায় জীবন যাপন করছেন। তিনি জানান বিভিন্ন ব্যাংক থেকে তার স্বামী লক্ষাধিক টাকা ঋণ নিয়ে ছিলেন।

কিস্তির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বাড়িতে এসে বারবার চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে কিন্তু টাকা মিটিয়ে দেওয়া তার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। শিশুপুত্রের মুখে দু'মুঠো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'চাক্কা জ্যাম' ঃ সতর্ক দিল্লি পুলিশ লালকেল্লাসহ অন্যত্র কড়া নিরাপত্তা

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে যা হয়েছিল, সেই হিংসার পুনরাবৃত্তি চাইছে না দিল্লি পুলিশ। হিংসা চাইছেন না কৃষকরাও। তা সত্ত্বেও শনিবার আন্দোলনকারী কৃষকদের 'চাক্কা জ্যাম' কর্মসূচি নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না দিল্লি পুলিশ। আগাম সতর্কতা হিসেবে লালকেল্লা, মিন্টো ব্রিজ এলাকা-সহ দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে।

নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে সিংঘু, টিকরি, গাজিপুর, শাহজাহানপুর সীমানায়। ড্রোন দিয়ে চলছে নজরদারি। দিল্লি-এনসিআরএ ৫০ হাজার বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, দিল্লি পুলিশ, প্যারামিলিটারি এবং রিজার্ভ ফোর্স মিলিয়ে মোট ৫০ হাজার বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। রাজধানীর ১২টি মেট্রো স্টেশনের দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

কৃষকরা মোটেও হিংসা চাইছেন না। শনিবারের 'চাক্কা জ্যাম' কর্মসূচি যে শান্তিপূর্ণ করাই তাঁদের লক্ষ্য, তা শুক্রবারই বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে সংযুক্ত কিসান মোর্চা। দেশ জুড়ে বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্ত জাতীয় এবং রাজ্য সড়কে এই অবরোধ কর্মসূচি চলবে। তবে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং রাজধানী দিল্লি ও তার সংলগ্ন এলাকাগুলিতে 'চাক্কা জ্যাম' করা হবে না বলে জানানো হয়েছে।

চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক দিতে পারেনি বোর্ড মার্চে পুনরায় টেট চাইছে রাজ্য সরকার

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.)।। ছাত্র-শিক্ষক আনুপাতিক হারে শিক্ষকের সংখ্যায় ঘাটতি রয়েছে। তাই, আগামী মার্চ-এ পুনরায় টেট পরীক্ষা নেওয়ার জন্য টিআরবিটি-কে বলেছে ত্রিপুরা সরকার। কারণ, চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক দিতে পারেনি বোর্ড।

আজ শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, টিআরবিটি-র কাছে অস্নাতক শিক্ষক পদে ১৬৭৫ জন শিক্ষক নিযুক্তির জন্য চেয়েছিল শিক্ষা দফতর। কিন্তু, টিআরবিটি মাত্র ৫৭১ জনের নাম সুপারিশ করেছে। তাদের মধ্যে ৩২৬ জনের অফার ছেড়েছে দফতর। বাকি ২৪৫ জনের নিযুক্তি-তে মন্ত্রিসভার অনুমোদন প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তাঁদের প্রফেশনাল ডিগ্রি নেই। তাই, মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিলে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক হিসেবে তাদের নিযুক্তি দেওয়া হবে। তেমনি, স্নাতক শিক্ষক পদে ২০৫৫ জন শিক্ষক নিযুক্তির জন্য চেয়েছিল শিক্ষা দফতর। কিন্তু, টিআরবিটি মাত্র ৮৯৭ জনের নাম সুপারিশ করেছে, বলেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানান, ওই ৮৯৭ জনের মধ্যে ৪৯৪ জনের অফার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিদের একইভাবে প্রফেশনাল ডিগ্রির অভাবে মন্ত্রিসভা-র অনুমোদনের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক দিতে পারেনি টিআরবিটি। তাই, আগামী মার্চেই পুনরায় টেট-১ এবং টেট-২ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বোর্ড-কে বলা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ছাত্র-শিক্ষক আনুপাতিক হারের নতুন ফর্মুলা করা হয়েছে। তাতে, প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে।

সোনামুড়ায় জেটি পরিদর্শন করেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক এবং কেন্দ্রীয় নৌ পরিবহণ স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মনসুখ মান্দাভিয়া।

দুর্ঘটনায় গুরুতর শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে মুঙ্গিয়াকামি থানা এলাকার ৩৬ মাইলে পথ দুর্ঘটনায় এক শিক্ষক গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত শিক্ষকের নাম অমেন্দ্র দেববর্মা। জানা যায় ওই শিক্ষক বাইক নিয়ে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন।বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মারুতি গাড়ির সঙ্গে বাইকের সংঘর্ষ হয়।তাতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর বাইক চালক শিক্ষক রাস্তার পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াতকারী লোকজনরা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। করে প্রথমে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যালয়ে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। ধলাই জেলার রসিয়া বাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ভাঙচুর চালিয়েছে সমাজবিরোধীরা। ঘটনাকেকেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে করোনাভাইরাস এমন পরিস্থিতিতে স্কুল বন্ধ থাকার সময় দুস্কৃতিকারীরা স্কুলের কাচের জানালা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। গত ৩০ নভেম্বর এবং ৬ডিসেম্বর পরপর ভাংচুরের ঘটনা সংঘটিত করে সমাজবিরোধীরা। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় স্কুলের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এখন মহিলাদের মধ্যেও স্বনির্ভর হওয়ার মানসিকতা দেখা যাচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে স্বনির্ভর হওয়ার মানসিকতা গড়ে উঠেছে। মহিলাদের মধ্যেও এখন স্বনির্ভর হওয়ার মানসিকতা দেখা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মহিলাদের সশক্তিকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলেই মানসিকতায় এই পরিবর্তন এসেছে।

শনিবার দুপুরে বোধজংনগর শিল্পকেন্দ্রস্থিত গিরিবালা উদ্যোগ প্রাইভেট লিমিটেডের একটি রেডিমেড পোশাকের কারখানা পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত মহিলা কর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশ্যে এ-কথা বলেন।

তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দক্ষ নেতৃত্বের ফলেই মহিলা সশক্তিকরণের বিভিন্ন দিক সমাজে প্রতিফলিত হচ্ছে। মহিলারা কর্মসংস্থানে উৎসাহিত হচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভর ভারতের একটি মডেল রূপ আজকের এই অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে।

তিনি বলেন, আগে মহিলারা কাজ করতেন। কিন্তু তাঁদের কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না। পরিবারের কর্তার নামেই ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট হতো। মহিলাদের নানা ধরনের কথা শুনতে হতো। কিন্তু এই মানসিকতাকে বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় সরকারের এমন অনেক প্রকল্প রয়েছে যার সুবিধা সরাসরি মহিলাদের অ্যাকাউন্টে যুক্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এমন কোনও পরিবার নেই যে পরিবারের কোনও না-কোনও সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই।

২০২১-২২ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেট প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে এবারের বাজেটে কর আরোপ হবে বলে অনেকের আশঙ্কা ছিল। কিন্তু জনহিতকর এই বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে ২ লক্ষ ৮৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যা আগের তুলনায় ১৩৮ শতাংশ বেশি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মরত মহিলা কর্মীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা স্বনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার চেষ্টা করছি তার জন্য উদার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। মহিলাদেরও সেই স্বনিরতার যাত্রাপথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভোকাল ফর লোকাল স্লোগান সারা দেশে বিস্তার লাভ করছে। এর ফলে মানুষের মধ্যে দেশী পণ্যের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। এই কারখানার উৎপাদিত সামগ্রীর গুণমান যাতে ভাল হয় সেজন্য কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্যও মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অটো স্টেন্ড সরানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে চালকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। বটতলা বাজার থেকে বাশ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানোর পাশাপাশি শনিবার অটোচালকদের রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠা নামা না করানোর নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন ও মহাকুমা প্রশাসন। নাগের জলা মোটর স্ট্যান্ড এর ভেতর থেকে যাত্রী ওঠানামা করানোর জন্য বলা হয়েছে। প্রশাসনের এই নির্দেশ ঘিরে অটোচালকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

প্রশাসনের নির্দেশে প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার সকাল থেকে অটো চালকরা বেশকিছু সময় চলাচল বন্ধ রাখে। তাতে যাত্রীদুর্ভোগ চরমে আকার ধারণ করে। ক্ষুব্দ অটোরিকশা চালকরা দাবি জানিয়েছেন জীবন জীবিকার স্বার্থে অন্তত ১০/১৫টি ওটো যাতে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠা নামা করতে পারে সে অনুমতি দিতে হবে। অটো চালকরা দাবি করেছেন নাগের জলা মোটর স্ট্যান্ড থেকে যাত্রীরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১১৯ ◘ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ◘ ২৪ মাঘ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মানসিক অবসাদের নেপথ্য

মানসিক অবসাদ ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা দিনের-পর-দিন বাড়িয়া চলিতেছে।রাজ্যে এই প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় চিকিৎসক সহ নানা মহলে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়িতেছে। এই রোগ নিরাময়ের তেমন কোন ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। মানসিক অবসাদ গ্রস্থ হইয়া মানুষ মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। গত কিছুদিনের পরিসংখ্যান প্রত্যক্ষ করিলে বিষয়টি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হইয়া ওঠে। মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া অনেকেই পরিবার ছাড়িয়া নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছেন। মানসিক অবসাদ গ্রস্থতা চরম আকার ধারণ করিলে জীবনহানির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে মানুষ। মানসিক ভারসাম্যহীন এবং অবসাদগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পায় নেপথ্য কাহিনী অনুধাবন কোরিয়া দেখা গিয়াছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর্থিক অনটন ও পারিবারিক ঝামেলা জনিত কারণে এসব ঘটনা বাড়িয়া চলিতেছে। বিশেষ করিয়া করোণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মানুষ আর্থিক দিক দিয়া মারাত্মক ভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। একটানা প্রায় নয় মাস মানুষ কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়কালের মধ্যে বহু মানুষ কাজ হারাইয়াছেন। অনেকের ব্যবসা-বাণিজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।আবার অনেকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পরিয়া নিজের আমানত ভাঙ্গিয়া খরচ করিয়াছেন। সঞ্চয় করা অর্থভাণ্ডার এর টান পড়িয়া গিয়াছে। আবার অনেকে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। একাংশের মানুষ মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কেউ কেউ বিভিন্ন মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। করোনা সময়কালধীরে ধীরে কাটাইয়া উঠিবার পর বকেয়া ঋণের টাকা মিটাইয়া দেবার জন্য মহাজন" এবং মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি গুলি মানুষের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়াইতেছে। তাহাতে আরো বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন একাংশের মানুষজন। একদিকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নাই অন্যদিকে ঋণের বোঝা মানুষকে ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে ধাবিত করিয়াছে। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া অনেকেই পরিবার ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে গ্রস্থ পরিবারের লোকজন রা আরো ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হইয়াছেন। এই ধরনের বহু নজির আমাদের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। এইসব ঘটনাবলীর কারণে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মানসিক ভারসাম্যহীনতা এবং মানসিক রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে।

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বেশিরভাগ মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দিনের পর দিন আরো বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। এই বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছে। অনেকের ক্ষেত্রেই এই সব কৌশল কাজে আসিতেছে না। ফলে হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে ওইসব মানুষজন। আর সেই হতাশা হইতে সমাজে মানসিক ভারসাম্যহীনতা বাড়িতেছে।এই ভয়াল সংকট হইতে মুক্তি পাইপার পথ খুঁজিয়া পাওয়া দুস্কর হইয়া উঠিয়াছে। দুশ্চিন্তায় পরিয়া মানুষজন নানা রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। এই ধরনের ঘটনার নজির অহরহ পরিলক্ষিত হইতেছে।এই ভয়ঙ্কর সংকটে পড়িয়া অনেকেই আত্মহত্যার মতো বিপদজনক কাজে জরাইয়া পড়িতেছে।সেই কারণেই মানসিক অবসাদগ্রস্ত মানুষের আত্মহত্যার ঘটনা দিনের পর দিন বাড়িতেছে।সমাজকে এবং মানব সভ্যতাকে এই ভয়ঙ্কর বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে। এক্ষেত্রে সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করবার জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। কেননা বাচিয়া থাকিব অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করিবার দায়িত্ব সরকারের। স্বাভাবিক কারণেই সমাজব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তি কে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। মানুষকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে রাষ্ট্রশক্তি যদি সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে মানব সভ্যতা আরো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়াইবে।

সরকারি চাকরিতে বঞ্চিত বরাক, শিলচরে ভারপ্রাপ্ত স্কুলসমূহের পরিদর্শককে ঘেরাও বিডি-ইউএফের

শিলচর (অসম), ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বরাকের চাকরি প্রার্থীদের বঞ্চনার প্রতিবাদে শনিবার শিলচরে কাছাড়ের স্কুলসমূহের পরিদর্শকের কার্যালয় ঘেরাও করেছেন বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট-এর যুব শাখা বরাক ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ ফ্রন্ট (বিডি-ইউএফ)-এর সদস্যবৃন্দ।

এদিনও ফ্রন্টের প্রায় কর্মকর্তা ও সদস্যরা স্কুলসমূহের পরিদর্শকের কার্যালয়ে গিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে ব্যর্থ হন। স্কুলসমূহের পরিদর্শক সামিনা ইয়াসমিনআরা বড়ভুইয়াঁ সরকারি কাজে গুয়াহাটি ছিলেন। ফলে তাঁরা ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে ঘেরাও করে তাঁদের অভিযোগ তুলে ধরেন।

ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক কল্লার্ণব গুপ্ত বলেন, সূত্রের খবরে জানা গেছে, সম্প্রতি রাজ্যে প্রায় ৩,০০০টি নিযুক্তি হয়েছে। অথচ বরাক উপত্যকা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন মাত্র ১১৬ জন। তিন জেলার আনুপাতিক হার বিচার করলে এই সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার কথা। কারণ রাজ্যের ১২ শতাংশ মানুষ এই তিন জেলায় বসবাস করেন।

বিডি-ইউএফের অপর আহ্বায়ক ইকবাল নাসিম চৌধুরী বলেন, মন্ত্রী, সাংসদরা পরোক্ষে প্রচার করছেন, মেধার অভাবেই বরাকে নিযুক্তি কম হচ্ছে যা সর্ববৈ মিথ্যা। এ ধরনের প্রচার জনগণকে বিভ্রান্ত করার নিন্দনীয় প্রয়াস। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য দিশপুরের কর্তাব্যক্তিরা বরাককে নিজেদের কলোনি বলে মনে করেন এবং তাঁদের বৈষম্যমূলক মনোভাবের জন্যই এ-সব হচ্ছে।

বিডিএফ-এর মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক হৃষীকেশ দে ও জয়দীপ ভট্টাচার্যরা জানান, বরাক উপত্যকায় বর্তমানে প্রায় ৪,০০০ শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। বিডি-ইউএফের আরেক আহ্বায়ক দেবরাজ দাসগুপ্ত বলেন, ৪,০০০টি পদ শূন্য থাকার পরও নিযুক্তি হয়েছে মাত্র ১১৬টি পদে। শিক্ষামন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তাঁর বক্তব্য, কেন এ-সব পদ পূরণ করা হচ্ছে না এবং কবে পূরণ করা হবে তা অবিলম্বে জনসমক্ষে জানাতে হবে।

সদস্যরা এদিন একযোগে জানান, তাঁরা এই বৈষম্য আর মেনে নেবেন না। প্রতিটি বিভাগীয় অফিসে গিয়ে তাঁরা খোঁজখবর নেবেন এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। একই সাথে অনৈতিকভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকা থেকে নিযুক্তি দিয়ে এখানে প্রার্থী পাঠালে তাঁরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সে-সব প্রার্থীদের কাজে যোগ দিতে বাধা দেবেন।

নাড্ডার পালটা মালদায় বুধবার জনসভা করবেন মমতা

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আগামী ৯,১০, ১১ তিন জেলায় সভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার অর্থাৎ ১০ তারিখ মালদায় জে পি নাড্ডার সভাস্থলে, জনসভা করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সবে উত্তরবঙ্গে চার দিন সফরের পর ফিরেছেন তৃণমূলনেত্রী। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে জানা যায়, মূলত, বিজেপি যাতে ভুল বুঝিয়ে, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত না করতে পারে, তার পাল্টা সভা করবেন মমতা। এছাড়াও মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে আগামী ৬ তারিখ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারে নামছেন মৌসম বেনজির নুররা। মালদা জেলাতে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের দাপট থাকলেও এই জেলাতে লোকসভার নিরিখে ভালো ফল করেছিল গেরুয়া শিবির। তাই নিজের হাতে করে মালদার মাটি যাচাইয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মুখেই জনসভা করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

অরন্যের হাতছানিতে বারনওয়াপাড়া অভয়ারণ্যে

অন্তরা ঘোষ

সভ্যতা থেকে একদম পৃথক এক অন্য পৃথিবী, অন্য জগৎ।

ভ্রমণ পিপাসু মানুষ মাত্রই প্রকৃতি প্রেমী...পাহাড়, হাতছানি দিয়ে ডাকে। রোজকার একঘেয়ে জীবনে যখন ক্লান্তি আসে তখন মন চায় প্রকৃতির কোলে দুন্দণ্ড বিশ্রাম নিতে। মনের ক্লান্তি কাটাতে একদিন আমরা বন্ধুরা সকাল সকাল শীতের মিষ্টি রোদ গায়ে মেখে রায়পুর থেকে বেরিয়ে পড়লাম বারনওয়াপাড়া অভয়ারণ্যের

উদ্দেশ্যে। প্রথমে রায়পুর থেকে ছত্রিশগড়ের প্রাচীন শহর সিরপুর গেলাম। পুরাতত্ব বিভাগের অধীনে এই প্রাচীন নগরীর দ্রবষটট স্থানগুলি দেখে আমরা বেলা এগারোটা নাগাদ রওনা দিলাম সিরপুর থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছত্রিশগড়ের বারনওয়াপাড়া অভয়ারণ্যের দিকে। ২৪৫ স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গা জুড়ে রয়েছে গভীর উপত্যকা যা বনসম্পদে পরিপূর্ণ শিমুল, মহুয়া, তেন্দু, শাল ও সেগুন ইত্যাদি বৃক্ষরাজিতে সমৃদ্ধ এই গভীর অরণ্য।

আমরা ছুত্রিশগড় বন বিভাগের অন্তর্গত লাঞ্চ সেরে নিলাম। খিদের মুখে ডিমের কারি ফুলকপির তরকারি ও গরম গরম তাওয়া রুটি মন্দ লাগলো না।

এরপর জঙ্গল সাফারি তে যাওয়ার জন্য জিপসি গাড়ি ভাড়া করা হলো। ৬ জনের জন্য জিপসি গাড়ির ভাড়া হলো পনেরশো টাকা। এক থেকে দেড় ঘন্টা জঙ্গলে সফর করাবে। দেখলাম বেশ বড় করে পোস্টার দেওয়া যেখানে হাতি আর বাইসনের বড় বড় ছবি। বাইসন আমরা উত্তরবঙ্গে গরুমারা জঙ্গলে দেখেছি। আবার এখানেও দেখতে পাবো ভেবে মনটা আনন্দে

নেচে উঠলো।

ভেতর এগিয়ে যেতে লাগলো। হুড খোলা গাড়িতে বসে জঙ্গলের রাস্তায় যাওয়ার আলাদা উন্মাদনা। জিপসি গাড়িতে ড্রাইভারের সাথে ছিল একজন গাইড। গাইড আশেপাশের গ্রামের ছেলে, নাম রাম তিওয়ারি।

রাম তিওয়ারি জানালো যে এই জঙ্গল বাইসন হাতি, ভালুক, লঙ্গুর, হরিণ, ময়ূর উড়ন্তকাঠবিড়ালি, শিয়াল, হায়না, জংলি কুকুর, চারটে শিংওয়ালা অ্যান্টিলোপ, ইত্যাদি প্রাণিকুলের বাসভূমি। যারা পক্ষী প্রেমী তাদেরও কিন্তু এই অভয়ারণ্য নিরাশ করবে না। এখানে টিয়া, বুলবুল, ময়না, ও আরো নানা নাম না জানা বিভিন্ন প্রজাতির পক্ষীকুলের দেখা পাওয়া যায়। এই গভীর জঙ্গলটিকে সবুজ ও সজীব করে রেখেছে ও প্রাণীকুলের তেষ্টা মিটিয়ে চলেছে মহানদীর বিভিন্ন শাখা নদী। এছাড়া কিছু মনুষ্যকৃত রিজার্ভার ও আছে। যার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য হলো তুরতুরিয়া বার্না।

রাম তিওয়ারির কাছে জানতে পারলাম যে এখানে আসার সবথেকে ভালো সময় হচ্ছে ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাস। জঙ্গলকে ভালোভাবে দেখতে গেলে, বুঝতে হলে, অনুভব করতে হলে এবং বন্যপ্রাণীর সাক্ষাৎ দর্শন করতে হলে এখানে অন্তত তিন দিন থাকতে হবে।

পশু পাখি দেখার সুযোগ থাকে।

দুপাশে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে জিপসি ধীরে ধীরে চলেছে। দু"ধারে লম্বা লম্বা শাল সেগুনের গাছ। কোথাও নাম-না-জানা পাখির ডাক, কোথাও পাতার খসখস শব্দ, কোথাও বা দ্রুত হরিণ ছুটে চলে যাবার আওয়াজ.. এ যেন আমাদের নগর

রাম তিওয়ারির কাছ থেকে জানলাম যে স্থানীয় গ্রামের লোকের রুটিরুজিও অনেকটাই এই জঙ্গলের উপর নির্ভর করে। গ্রাম থেকে শর্টকাট রাস্তায় জঙ্গলে এসে তারা তেন্দু পাতা, পড়ে থাকা গাছের ডাল, মহুয়া, ইত্যাদি সংগ্রহ করে।

যেতে যেতে এক জায়গায় একটা গাছ দেখলাম যে গাছটায় একটাও পাতা নেই এবড়ো খেবড়ো শুধু। বেরিয়ে আছে। গাছটার রং সাদা। রাতের অন্ধকারে এই গাছটাকে দেখলে কিন্তু যে কেউ ভয় পেয়ে যেতে পারে। রাম তিওয়ারি বলল যে এই গাছটাকে বাল হয় ঘোস্ট ট্রি। কেননা গাছটায় সারা দিনে তিনবার কালার চেঞ্চ হয়। গোলাপি, হালকা সবুজ ও সাদা। স্থানীয় লোকেরা এক কুল্লা এবং গিন্ডোলা গাছও বলে। মনে মনে ভাবলাম ভুতের গাছই বটে। অন্ধকারে দূর থেকে মনে হবে শাকচুন্নি সাদা চুল মেলে বসে আছে।

নানা রকমের পাখি দেখতে পাচ্ছি গাছের ডালে। অ্যান্টিলোপও দেখলাম। কিন্তু বেশ দূর থেকে গাড়ির শব্দ শুনলেই ওরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই হরিণ বেশ নিরীহ বীতু প্রাণী। যেতে যেতে মাঝেমাঝেই ময়ূর চোখে পরলো। ময়ূর পক্ষীকুলের মধ্যে বেশ সুন্দরী বলে নামডাক আছে পেখম তুলে যখন নাচে তখন সেই সৌন্দর্য দেখে সত্যিই চোখ ফেরানো যায় না। বর্ষাকালে এলে হয়তো দেখা যেতে ময়ূরের পেখম খুলে নাচ।

জঙ্গলে রয়েছে প্রচুর লঙ্গুর ও বানার । রাম তিওয়ারি সর্তক চোখে দু'ধারে দেখতে দেখতে যাচ্ছে। হঠাৎ হলে উঠলো গাড়ি স্লো করতে। অমি ভাবলাম হয়তো বাইসন দেখাবে। বেশ রোমাঞ্চিত হয়ে ক্যামেরা নিয়ে রেডি হয়ে বসে আছি। কিন্তু একটু হতশা হলাম। দেখলাম একটু দূরে একটা ভাল্লুক হেলতে দুলতে গাছের পাঁক দিয়ে অন্যদিকে জঙ্গলে চলে গেল। জঙ্গলের রহস্যময়তা, পাতাদের হাওয়া দুলে দুলে ফিসফিসানি কথা, কোথাও পাতা ওপর দিয়ে কোন বন্যপ্রাণী চলে যাওয়া খসখস, মাঝে মাঝেই রকমারি পাখির ঢোক মনকে আনমনাতকরে দিচ্ছে। চারিদিকে সবু ছায়া ঘেরা নিবিড় অরণ্য আর মাঝে মা গভীর অরণ্যের বন্য গন্ধ মনকে মাতাল ক তুলছে। এক জায়গায় দু"ধারে দেখলাম শুধু সেগু গাছ মাথা উঁচু করে আকাশ ছুঁয়েছে প্রায়। রা তিওয়ারি জানালো এটা সেগুন প্লান্টেশন।

যেতে যেতে হঠাৎ শোনা গেল দূরে কোথা, হাতির ডাক। রাম তিওয়ারি ড্রাইভারকে গা র্বন্ধ করে অপেক্ষা করতে বলল। নিঃশ্বাস বু করে বসে আছি হাতির দল দেখার জন্য। এক পরেই দেখলাম দুরে পাঁচ-ছ'টা হাতি এর অন্যের পেছন পেছন দলবদ্ধ হয়ে চলে জঙ্গলের দিকে। হাতি হয়তো আমর চিড়িয়াখানায় অনেক দেখেছি। কিন্তু জঙ্গরে তাদের হোম টাউনে হাতি দেখা আলা, রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

কিন্তু যেটা দেখার জন্য তখন থেকে অপেন করছি এবং রাম তিওয়ারিও সমানে চেষ্টা কর সেটা হল আমাদের বাইসন দেখানো। জঙ্গলে মাঝেই ছোট্ট জলাশয়। রাম তিওয়ারি জানালে এখানে প্রাণীরা জল খেতে আসে। আর এখাত ওয়াচ সার্ভে টাওয়ার আছে যা কাউন্ট ক কতজন প্রাণী জল খেতে আসছে। এর দ্বার প্রাণীকুলের ত্যান্টিভিটি এবং প্রাণীর সংখ সমস্তটাই বন্যপ্রাণী দপ্তরের নলেজে থাকে। রা তিওয়ারির কাছে শুনলাম বাইসন নাকি খুব শক্তিশালী প্রাণী। তারা জিপসি গাড়িকে সাম পেলে উল্টে দেয়। রাম তিওয়ারিকে বললাম যে বাইরে এত ব. বড় পোস্টার দিয়েছে বাইসনের ছবি দি একদম সিনেমার হিরোর মত অথচ হিরোর দেখ নেই।

বেচারা কি আর করে। সে তার সাধ্যমতে চেষ্টা করছে। আমাদের ভাগ্যে নেই হিরোর দর্শ পাওয়া।

তবে আমার খুব একটা আফসোস নেই কেননা জঙ্গলের প্রাণীদেরও নিজস্ব জগৎ আছে তারা তো আমাদের মর্জি মতো জঙ্গে ঘোরাফেরা করবে না।

পালা। যেন এক অন্য জগত থেকে ফিরে যার নিজেদের দুনিয়ায়। যেতে যেতে ভাবা

শেক্সপিয়ার যথার্থই বলেছেন, প্রকৃতির একা সুর আছে, অনেকেই তা শুনতে পায়। সে

গাড়ি এগিয়ে চলেছে ইট-কাঠ-পাথরের নগ সভ্যতার দিকে।

কীভাবে যাবেন

কলকাতা থেকে রায়পুর আসার জন্য দু" আমি অনেক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেন আছে অথবা ফ্লাইটে ও আসা যেতে পারে রায়পুর রায়পুর থেকে সিরপুর ৮৫ কিমি। আর সিরপু থেকে ৩২ কিলোমিটার দূরে বারনওয়াপা অভয়ারণ্য।

কোথায় থাকবেন

ছত্রিশগড় ট্যুরিজম বোর্ড দ্বারা পরিচালি, এখানে বারোটি বিলাসবহুল রুম রয়েছে। এছাড়াও বনদপ্তর থেকেও থাকার ব্যবস্থা কর হয় ২৮টি বেড সম্বলিত ভরমেটরি রয়েছে এছাড়া মুম্বাই জঙ্গল রিসোর্ট, সেলিব্রেশন জঙ্গ, কটেজ থাকার জন্য উপযুক্ত জায়গা।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

নির্বাচনে জিততে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির প্রধান ভরসা নরেন্দ্র মোদী

শুভঙ্কর দাস

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন মূলত দুই শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বের লড়াই হতে চলেছে। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদী। স্বয়ং নিজে রাজ্যের কোনো কেন্দ্র থেকে প্রার্থী না হলেও এই নির্বাচনে রাজ্য বিজেপির প্রধান ভরসা নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ব্যাক্তিত্ব। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অভূতপূর্ব সাফল্যের মূল কারিগর ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেবার গোটা রাজ্যে একের পর এক জনসভা করে রাজ্যের শাসকদলের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ২০১৪ সালের তুলনায় মূলত নরেন্দ্র মোদীর নিরলস পরিশ্রমের জেরে পশ্চিমবঙ্গে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ১৬টি আসন বেশি পেয়েছিল বিজেপি। তেমনি এবার নবান্ন দখলের লড়াইয়ে রাজ্য বিজেপির প্রথম ভরসার নাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

তৃণমূল ভেঙে বঙ্গ বিজেপিতে নেতাদের আগমন অব্যাহত থাকলেও গোটা রাজ্যের মানুষের কাছে এই সকল নেতাদের আবেদন নেই বললেই চলে। শুভেন্দু অধিকারীর ক্ষমতা মূলত দুই মেদিনীপুরে। অর্জুন সিং এর উত্তর ২৪ পরগনার

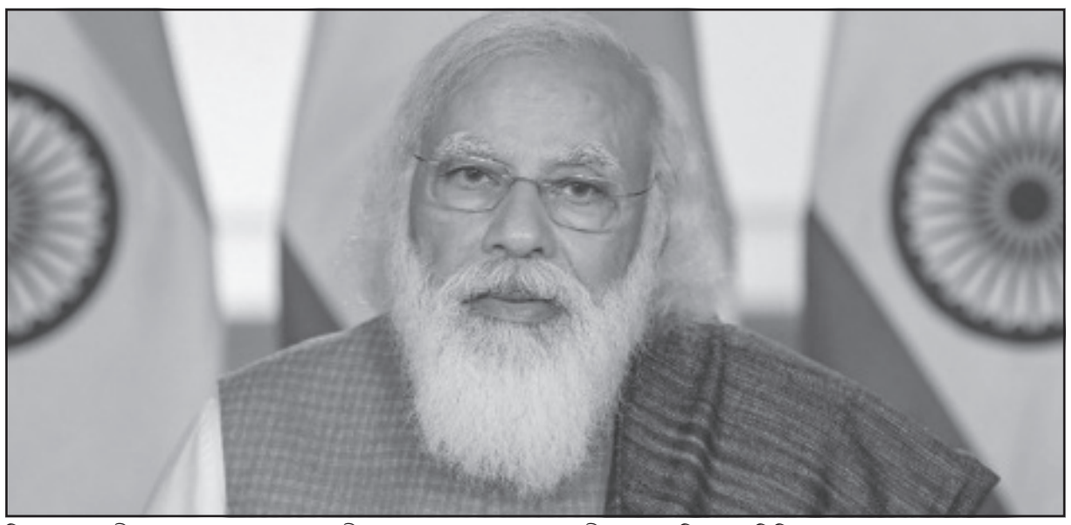

শিল্পাঞ্চলে। রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাওড়া জেলায়। সব্যসাচী দত্তের সল্টলেক নিউটাউনে। শোভন চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক প্রভাব মূলত বেহালায়। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরাই থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত যে জন সমর্থন রয়েছে তেমনটা এদের কারো নেই। এই সকল নেতাদের রাজনৈতিক আঙিনায় তৈরি করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো নিজে। আজ তারাই মূলত জনসেবা করার ইচ্ছায় গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। ফলে দিনের শেষে বিজেপির দিকে রাজ্যের মানুষকে টেনে আনতে ভরসা সেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর রাজনৈতিক কৌশল ও বাগ্মিতা। বঙ্গসংস্কৃতিকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করার ইচ্ছা রাজ্যবাসীর মন জয় করেছে। তার প্রমাণ ২০১৯ সালেই মিলেছে। পাশাপাশি স্বাধীনোত্তর ভারতের সম্ভবত তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি বাংলায় ভাষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। দিল্লিতে থাকলেও রাজ্যের দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে অবগত প্রধানমন্ত্রী। তাঁর ভাষণে সেই ইঙ্গিত মেলে। শুধুমাত্র শহরকেন্দ্রিক প্রচার করে ক্ষান্ত থাকেন না তিনি। গত লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রচার করেছিলেন তিনি।

এর আগে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, গুজরাট, বিহার বিধানসভা নির্বাচনেও প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও পরিসংখ্যান ভিত্তিক বক্তব্য মানুষের মন কেড়েছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিষয়টা আলাদা। এই রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকে বাড়তি পরিশ্রম করতে হবে। কারণ মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ সিং চৌহান, মহারাষ্ট্রে দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, বিহারে সুশীল মোদী, কর্ণাটকে বিএস ইয়েদুরাপ্পার মতো পরীক্ষিত ও ডাকসাইটের নেতার অভাব বঙ্গ বিজেপিতে রয়েছে। তাই নবান্ন দখলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্ষেত্রে প্রত্যাশামতোই কার্যকারী ভূমিকা পালন করবেন তাঁর সেকেন্ড ইন কমান্ড স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মূলত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঠিক করে দেওয়া কৌশলের উপর ভিত্তি করেই লড়তে হবে দিলীপ ঘোষেদের।

বঙ্গ বিজেপিতে দিলীপ ঘোষ বাদে ভিড় টানার মতো নেতা নেই বললেই চলে। যারা আছেন তাদের বেশির ভাগ মূলত টিভি চ্যানেলের প্যানেল ডিসকাসনে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকেন। অন্যদিকে রাজ্য বিজেপির সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন দিলীপ ঘোষ। বঙ্গ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে দলের রাজনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা বিজেপির এই বিপুল সাফল্যের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। দরকার ছিল এমন এক ব্যক্তিত্বময় নেতার যিনি মমতা বন্দোপাধ্যায়ের লার্জার দ্যান লাইফ ভাবমূর্তিকে টক্কর দিতে পারেন। সেই হিসেবে তৃণমূল সুপ্রিমো কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প রাজ্যের শাসক দল সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে তাতে উপকৃত হতো বাংলার মানুষ। প্রধানমন্ত্রী নিজে যখন তাঁর ভাষণে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করবেন তখন যে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হবে তা বিজেপির পক্ষে যাবে। অন্যদিকে কেন্দ্র ও রাজ্যের একই দলের সরকার থাকলে আদতে উপকৃত হবে রাজ্যের মানুষ সেটা বলাই বাহুল্য। আর এই ডবল ইঞ্জিন সরকারের তত্ত্বকেই বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন নরেন্দ্র মোদী।

রাজ্যে তৃণমূল সরকারকে নির্বাচনে পরাজিত করে বিজেপিকে ক্ষমতায় বসানোর স্বপ্নের প্রধান কারিগর নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ। এই ক্ষেত্রে এই দুই প্রাজ্ঞ নেতার সদিচ্ছার কোন অভাব ছিল না। যেই সদিচ্ছা কংগ্রেসের রাজীব গান্ধী এবং পরবর্তী সময়ে সোনিয়া গান্ধী ও প্রণব মুখোপাধ্যায় দেখাননি। সেই সদিচ্ছা দেখানোর স্পর্ধা দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আট এবং নয়ের দশকে জাতীয় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব এই সদিচ্ছা যদি দেখাতো তবে বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকাল ৩৪ বছর হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যেত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পুনরায় গণ-অবস্থানে বসার অনুমতি চাইতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল ১০৩২৩ জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। ছবি- নিজস্ব।

ভারতে করোনা-মুক্ত ১.০৫ কোটির বেশি, ৯৫ বেড়ে মৃত্যু ১,৫৪,৯১৮

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে সুস্থতার হার প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে। একইসঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। আরও স্বস্তি দিচ্ছে কমতে থাকা দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুও নিম্নমুখী। শুক্রবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১১ হাজার ৭১৩ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৯৫ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৪ হাজারের বেশি করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৫,১০,৭৯৬ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১১,৭১৩ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৩০৪-তে পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৯৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪,৪৮৮ জন। ৯৫ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৪,৯১৮ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৫,১০,৭৯৬ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫৯০ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ২,৮৭০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৫৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৮৪৯ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪০৪ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

শুধুমাত্র পঞ্জাব নয়, সমস্ত রাজ্যের কৃষকরাই আন্দোলন করছেন : হরসিমরত

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজ্যসভায় শুক্রবার কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর বলেছিলেন, "কৃষি আইন নিয়ে নির্দিষ্ট রাজ্যের কৃষকদেরই ভুল বোঝানো হচ্ছে।" অর্থাৎ পঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকদের সম্পর্কেই সম্ভবত এই মন্তব্য করেছিলেন কৃষিমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে শনিবার শিরোমণি অকালি দলের সাংসদ হরসিমরত কৌর বাদল জানালেন, "শুধুমাত্র পঞ্জাব নয়, সমস্ত রাজ্যের কৃষকরাই আন্দোলন করছেন।" শনিবার হরসিমরত কৌর বাদল বলেন, "শুধুমাত্র পঞ্জাবের কৃষকরাই আন্দোলন করছেন, এটা সরকারের ভ্রান্ত ধারণা। সমগ্র দেশ প্রতিবাদ করছে, আন্দোলনস্থলে রয়েছেন দেশের সমস্ত রাজ্যের কৃষকরা। এত কিছুর পরও, তাঁরা যদি চোখ বন্ধ করে বলতে থাকে শুধুমাত্র পঞ্জাবের কৃষকরা আন্দোলন করছেন, তাহলে আর কিছু বলার নেই।" পঞ্জাবের "নিরপরাধ" যুবকদের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে মামলা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন হরসিমরত। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে হরসিমরত বলেন, "দিল্লিতে গিয়ে পঞ্জাবের নিরীহ যুবকদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিংয়ের। তাঁদের সাহায্য করা পঞ্জাব সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু তাঁরা কী করছেন?"

কাবুল ফের কাঁপল বিস্ফোরণে আফগান হিন্দু-সহ ৬ জন জখম

কাবুল, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। শনিবার সকালে কাবুলের পিডি-১-এর অন্তর্গত বাঘ-ই-কাজী এলাকায় অবস্থিত একটি দোকানে তীব্র শব্দে বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণে জখম হয়েছেন মোট ৬ জন, তাঁদের মধ্যে ৩ জন আফগান হিন্দু। কী ধরনের বিস্ফোরণ ছিল, সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কাবুল প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল ৯.৪০ মিনিট নাগাদ পিডি-১-এর অন্তর্গত বাঘ-ই-কাজী এলাকায় অবস্থিত একটি দোকানে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণে ৩ জন আফগান হিন্দু-সহ ৬ জন জখম হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রায় ৪ হাজার লোকের খিচুড়ি রান্না, এ যেন মহাযজ্ঞ

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মালদার সাহাপুর আমবাগানে আজ বিজেপির কর্মসূচিতে যোগ দেবেন জে পি নাড্ডা। কৃষকদের সঙ্গে সারবেন মধ্যাহ্নভোজ। শনিবার বেলা ১০টা ৫০-এ নাড্ডাবাবুর হেলিকপ্টার অবতরণ করে মালদায়। ১১টার পর তিনি যান সেন্ট্রাল ইন্সটিট্যুট অফ সাবট্রপিক্যাল হর্টিকালচারে। সেখান থেকে সাড়ে ১১টায় সাহাপুরে আসেন কৃষক সুরক্ষা সভা ও ভোজে অংশ নিতে। এতদিন ছিল কৃষক বা সমাজের প্রান্তিক মানুষের বাড়িতে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজ। যাকে বলা হচ্ছিল বিজেপি নেতাদের লাঞ্চ পলিটিক্স। কিন্তু এবার আর কারও বাড়ি গিয়ে নয়, মালদহে খোলা মাঠে বসে প্রায় চার হাজার কৃষকের সঙ্গে পাত পেড়ে মধ্যাহ্নভোজ সারলেন বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা। কৃষকদের সঙ্গে বসে বিজেপি সভাপতির এই মধ্যাহ্নভোজ কর্মসূচির নাম দেওয়া হয় সহভোজ। শুক্রবার রাত থেকেই তার এলাহি আয়োজন চলে মালদহের ডিস্কো মোড় এলাকার অনুষ্ঠানস্থলে। মেনুতে ছিল খিচুড়ি-তরকারি। সকাল থেকে চলে রান্নার প্রস্তুতি। দলের কিষাণ মোর্চার রাজ্য সহ সভাপতি শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী জানান, "এক মাস ধরে আমরা স্থানীয় চাষিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টিভিক্ষা করেছি। তা দিয়েই তৈরি হয়েছে এ দিনের ভোজ। নাড্ডাজী চাষীদের সঙ্গে মাঠে বসে খেয়েছেন। এ কারণে আমরা গৌরব বোধ করছি।"
এই কর্মসূচিতে কৃষকদের আনা বিভিন্ন সামগ্রীর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেখানে কৃষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন জে পি নাড্ডা। এরপর কৃষকদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। সাড়ে ১২টায় পথযাত্রা ফোয়ারা মোড় থেকে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি পর্যন্ত। শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মালা দিয়ে রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ ধরে প্রায় ৭৫০ মিটার পথ যান তিনি। মাঝে বিভিন্ন অংশে সাজানো ফটকে তাঁকে অভ্যার্থনা জানানো হয়। ৩টায় শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ জন্মস্থান আশ্রম দর্শন করার কথা। সাড়ে ৩টায় নবদ্বীপে পরিবর্তন যাত্রার সূচনা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কোভিড-টেস্টের মাইলফলকে ভারত, সুস্থতা বেড়ে ৯৭.১৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কোভিড-টেস্টের মাইলফলকে পৌঁছে গেল ভারত। বাড়তে বাড়তে ভারতে ২০-কোটির উর্দে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,৪০,৭৯৪টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২০,০৬,৭২,৫৮৯-এ পৌঁছে গেল।
ভারতে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ যেমন নিম্নমুখী, উল্টোদিকে দৈনিক সুস্থতার হার রোজই উর্দমুখী, লাফিয়ে লাফিয়ে কমছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। শুক্রবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪,৪৮৮ জন, ফলে দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৭.১৯ শতাংশ। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৪,৯১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯৫ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৫,১০,৭৯৬ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৪৮,৫৯০ জন করোনা-রোগী (১.৩৭ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজ গুয়াহাটিতে নির্মলা, সূচনা করবেন অসমের ৭,৪৬,৬৬৭ জন চা শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা করে অনুদান প্রকল্প

গুয়াহাটি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : অসমে 'চা বাগান ধন পুরস্কার মেলা' প্রকল্পের শুভারম্ভ করতে আজ শনিবার গুয়াহাটি আসেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। আজ খানাপাড়ায় পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ময়দানে বিশাল সমাবেশে রাজ্যের ৭,৪৬,৬৬৭ জন চা শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা করে সরকারি অনুদানের ধনরাশি জমা করে বিশাল এই প্রকল্পের সূচনা করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।
এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুানে থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং অবশ্যই সরকারি বিভিন্ন দফতরের উচ্চ ও পদস্থ আধিকারিকরা। ইতিমধ্যে খানাপাড়ার বিশাল ময়দানে অনুদানের সুবিধাভোগীরা ব্যাপক সংখ্যায় জমায়েত হয়েছেন।

অমৃতসর-মোহালিতে "চাক্কা জ্যাম", বেঙ্গালুরুতে আটক আন্দোলনকারীরা

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পূর্বঘোষণা মতোই শনিবার দুপুর বারোটা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে "চাক্কা জ্যাম" কর্মসূচির অধীনে সড়ক অবরুদ্ধ করলেন কৃষকরা। দুপুর বারোটা থেকেই পঞ্জাবের অমৃতসর এবং মোহালিতে সড়ক অবরুদ্ধ করেন কৃষকরা। রাস্তার উপরেই বসে পড়েন কৃষকরা। একই ছবি ধরা পড়েছে শাজাহানপুর (রাজস্থান-হরিয়ানা) সীমানাতেও। সেখানেও জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করেন অন্নদাতারা। অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুতে আটক করা হয়েছে আন্দোলনরত কৃষকদের। বেঙ্গালুরুর ইয়েলাহাঙ্কা থানার বাইরে "চাক্কা জ্যাম" কর্মসূচি পালন করছিলেন আন্দোলনকারীরা, তখন বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারীকে আটক করে পুলিশ।
দেশ জুড়ে দুপুর বারোটা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্ত জাতীয় এবং রাজ্য সড়কে এই অবরোধ কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন কৃষকদের নেতারা। তবে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং রাজধানী দিল্লিতে 'চাক্কা জ্যাম' করা হয়নি। কৃষকদের 'চাক্কা জ্যাম' কর্মসূচি নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না দিল্লি পুলিশ। আগাম সতর্কতা হিসেবে লালকেল্লা, মিন্টো ব্রিজ এলাকা-সহ দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। ড্রোন দিয়ে চালানো হয় নজরদারি। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, দিল্লি পুলিশ, প্যারামিলিটারি এবং রিজার্ভ ফোর্স মিলিয়ে মোট ৫০ হাজার বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

সিংঘু সীমানায় শান্তি বিরাজমান, সাময়িকের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দিল্লি লাগোয়া সিংঘু সীমানায় "চাক্কা জ্যাম"-এর কোনও প্রভাব দেখা গেল না। কাউকেই কৃষকদের আন্দোলনস্থলের দিকে যেতে দেওয়া হয়নি। যদিও, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দিল্লি লাগোয়া অন্যান্য সীমানার মতোই এই সীমানায় বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া চাক্কা জ্যামের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয় সিংঘু সীমানা এলাকায়।
পদস্থ একজন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, কৃষকদের আন্দোলনস্থল থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে ব্যারিকেড করা ছিল। ৫০০ মিটারের মধ্যে ছিল দ্বিতীয় ব্যারিকেড। সিংঘু সীমানায় আন্দোলনস্থল থেকে ৩০০ মিটারের মধ্যে ছিল আরও একটি ব্যারিকেড। সিংঘু সীমানায় "চাক্কা জ্যাম"-এর কোনও প্রভাব পড়েনি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয় সিংঘু সীমানা এলাকায়। সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদেরও অনুমতি দেওয়া হয়নি আন্দোলনস্থলে প্রবেশের জন্য।

মমতাদির জেদের ফলেই ৭০ লাখ বাঙালি কৃষক কেন্দ্রের প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়েছেন : জেপি নাড্ডা

মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : '৩৫ লক্ষ কৃষক সুরক্ষা অভিযানে যুক্ত, ৩৩ হাজার গ্রামে আমরা পৌঁছেছি। রাজ্যে মমতাদির সরকার অন্যায় করেছে"। শনিবার মালদায় এক কর্মসূচিতে এ কথা বলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তিনি জানান, "মোদিজি ৬ হাজার টাকা প্রকল্প মারফৎ দিয়েছিলেন, সম্মাননিধি কেন্দ্র দিলেও জেদের বশে তা নেননি মমতাদি। বাংলার ৭০ লাখ কৃষক বঞ্চিত হয়েছেন।" নাড্ডাবাবু বলেন, ভোট এসে গিয়েছে, এখন আফশোস করে লাভ নেই। সব জায়গায় শুনছি জয় শ্রীরাম, মমতাদির রাগ হচ্ছে কেন?" বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসেছেন জেপি নাড্ডা। আজ সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। সেখান থেকেই মালদার উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। মালদায় আজ একাধিক রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মিজোরামে আসাম রাইফলস-এর অভিযান, উদ্ধার ভারতীয় মুদ্রা প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ও চাইনিজ বাইক

আইজল, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মিজোরামে আসাম রাইফলস-এর অভিযানে বিপুল পরিমাণের ভারতীয় টাকা সহ চিনে তৈরি মোটর বাইক উদ্ধার হয়েছে। এর সঙ্গে দুই অবৈধ পাচারকারীকে আটক করেছেন রাইফেল-এর জওয়ানরা। শনিবার আসাম রাইফেলস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাজ্য পুলিশের দল নিয়ে মিজোরামের চাম্পাই জেলার অন্তর্গত মায়ানমার সীমাবন্তর্তী দুর্গম এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁরা। ওই অভিযানে অভিযানকারী দল মোটা অঙ্কের ভারতীয় প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা, চিনে তৈরি দুটি দামি মোটর বাইক উদ্ধার করেছেন। এর সঙ্গে অবৈধ পাচারের অভিযোগে দুজনকে আটক করা হয়েছে। টাকা সহ ধৃত দুজনকে তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধারকৃত সামগ্রী এবং দুটি মোবাইল হ্যান্ডসেট সহ চাম্পাই পুলিশের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন আসাম রাইফেলস কর্তৃপক্ষ। এদিকে চাম্পাই জেলার চেচিস গ্রামে পৃথক এক অভিযানে আসাম রাইফলস-এর জওয়ানরা বিপুল পরিমাণের সুপারি উদ্ধার করেছেন। উদ্ধারকৃত সুপারিগুলি মায়ানমারে পাচার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, বিগত দিনেও মিজোরামে আসাম রাইফলস-এর অভিযানে ভারত-মায়ানমার সীমান্ত থেকে প্রচুর অবৈধ সামগ্রীর সঙ্গে জড়িতদের আটক করে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছেন জওয়ানরা। ইতিপূর্বে এই চাম্পাই জেলার জুট এলাকার প্রত্যন্ত ঘন জঙ্গলে আসাম রাইফলস-এর অভিযানে উদ্ধার হয়েছিল তিনটি একে ৫৬ রাইফেল, তিনটি খালি ম্যাগাজিন এবং ২.৩ লক্ষ মায়ানমারের টাকা। আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

রাজ্য বাজেট নিয়ে উপহাস তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্য বাজেট নিয়ে একদিকে উপহাস করেছেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। অন্যদিকে, বাজেটকে স্বাগত জানিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান।
শনিবার তথাগতবাবু টুইটে লেখেন, "আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বিদ্রোহ করেছেন, বলেছেন এত মিথ্যা কথা আমি বলতে পারব না ! তাই অর্থমন্ত্রীর জায়গায় মাননীয়া তাঁর অলীক ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করছেন?"
বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে শুক্রবার দ্বিতীয় তৃণমূল সরকারের বিদায়ী বাজেট পেশ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যেন কল্পতরুর ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়েছেন মমতা।
বাজেট পেশের পর মমতাকে ট্যুইট করে অভিনন্দন বার্তা দিলেন অভিনেত্রী সাংসদ নুসরত জাহান। শুক্রবার রাতে ট্যুইটারে নুসরত লিখলেন, 'অসাধারণ রাজ্য বাজেটের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরাট অভিনন্দন। এই বাজেটে অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।' নুসরত লিখলেন, 'অসাধারণ রাজ্য বাজেটের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরাট অভিনন্দন। এই বাজেটে অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।' মমতার বাজেটের যে ইনফোগ্রাফিক্স নুসরত পোস্ট করেছেন, সেখানে বাজেটের কয়েক'টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে বড় করে লেখা রয়েছে যেগুলি, তা হল নিম্নরূপ:
চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ ১৫০ কোটি।
২৫ হাজার কোটি টাকা মাতৃবন্দনা প্রকল্পের জন্য
আত্মনির্ভর গোষ্ঠীদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোনের ব্যবস্থা।
পর্যটন ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোন।
উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতি বছর ৯ লক্ষ পড়ুয়াকে দেওয়া হবে ট্যাব।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T- No: 13/EE/Div-II/AMC/2020--21 Dated:- 06-02-2021

Sl. No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Improvement of road by brick soling and side wall (i) from the H/O Mithan Debnath to near the H/O Nirdhan Rudra Paul (ii) from the H/O Pradip Biswas to near the H/O Ramdhan Biswas (iii) from the H/O Amarchand Sarkar to near the H/O Agni Sarkar at Lankamura Panchayet Para, under ward no.01, TUEP, 2nd call. DRAFT NIe-T No: 50/DIV-II/AMC/2020-21	Rs.5,82,780/-	Rs.5,828/-	60 (sixty) days
2	Imp. of road by brick soling from the H/O Pradip Sutradhar to near the H/O Ranjit Sarkar at Lankamura School Para, under ward no.01, AMC, 2nd call. DRAFT NIe-T No: 58/DIV-II/AMC/2020-21	Rs.2,17,797/-	Rs.2,178/-	45 (forty five) days
3	Improvement of road by paver block from the H/O Sri. Madan Chowdhury to Airtel Tower near Satya Narayan Dham and Construction of RCC slab over existing drain near the H/O Sujoy Deb at Ujan Abhoynagar, under ward no.11. DNIe-T No: 72/DIV-II/ AMC /2020-21	Rs.1,97,518.00	Rs.1,975.00	45 (forty five) days
4	Barbed wire fencing at western side of boundary wall at Kumritilla Lake, under ward no.05, AMC. DNIe-T No: 73/DIV-II/ AMC /2020-21	Rs.1,06,164.00	Rs.1,062.00	45 (forty five) days
5	Construction of drain from the H/O Chhanda Biswas to the H/O Subrata Sarkar at Nandannagar, under ward no.06, AMC. DNIe-T No: 74/DIV-II/ AMC /2020-21	Rs.4,06,619.00	Rs.4,066.00	60 (sixty) days
6	Improvement of Vegetable and fruit market by gate and grill and fixing or grill at Mukut Bapani Bitan Lichubagan under ward no.04, AMC. DNIe-T No: 75/DIV-II/ AMC /2020-21	Rs.6,07,089.00	Rs.6,071.00	60 (sixty) days
7	Const. of RCC cover drain from the H/O Dulal Chandra Acharjee to Chittranjan Datta at Saradapalli 79 tilla, W.05, AMC. DNIe-T No: 76/DIV-II/ AMC /2020-21	Rs.36,21,797.00	Rs.36,218.00	90 (ninety) days

Last date and time for document downloading / bidding: **01-03-2021 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

জে পি নাড্ডার সফরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা মালদহে

মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ফের বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সফরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল মালদায়। শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কাঠগড়ায় তৃণমূল যুব কংগ্রেস। এ নিয়ে সকাল থেকে থমথমে ছিল মালদহ।
গত ডিসেম্বরে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি ডায়মন্ড হারবারে সভা করতে যাওয়ার পথে তাঁর কনভয়ে হামলা চলে। তা নিয়ে বেশ সরগরম হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। রাজ্যকে সতর্ক করে দেয় কেন্দ্র। বিজেপি নেতাদের সুরক্ষাবলয় বাড়ানো হয়। নাড্ডাবাবুর বঙ্গসফরের আগে আরও বেড়েছে তাঁর নিরাপত্তা। তা সত্ত্বেও কীভাবে রাতে তাঁর ফ্লেক্স কীভাবে ছিঁড়ে ফেলা সল, এ প্রশ্ন তুলেছে নানা মহল

নাড্ডার সফরের প্রস্তুতি হিসেবে ইংরেজবাজার এলাকায় বেশ কিছু ফ্লেক্স, হোর্ডিং, ব্যানার লাগানো হয়েছিল। শুক্রবার গভীর রাতে কেউ বা কারা সেসব ছিঁড়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ। দেখা গিয়েছে, সেখানে যুব তৃণমূলের ফ্লেক্স টাঙানো। নাড্ডার ফ্লেক্স ছিঁড়ে যুব তৃণমূলের ফ্লেক্স লাগানোর অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। সকালেও এ নিয়ে জারি রয়েছে চাপা উত্তেজনা। জানা গিয়েছে, ওই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি।
গত ডিসেম্বরে রাজ্যে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির সফরে হামলার ঘটনা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতাদের রাজ্য সফরে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাড্ডার সফর ঘিরেও রয়েছে আঁটসাঁট নিরাপত্তা বলয়। তা সত্ত্বেও আগেরদিন রাতের এই ঘটনা স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। আরও কড়া হয়েছে নিরাপত্তাবেষ্টনী।
শুক্রবার রাতেই রাজ্যে পৌঁছন জে পি নাড্ডা। দমদম বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান কৈলাস বিজয়বর্গীয়, দিলীপ ঘোষরা। রাতে হোটেল ওয়েস্টিনে ছিলেন তিনি। সেখানে গভীর রাত পর্যন্ত বঙ্গ বিজেপি নেতাদের সঙ্গে নাড্ডার আলোচনা হয় বলে খবর। বৈঠকে ছিলেন সদ্য বিজেপিতে যোগদানকারী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শনিবার সকাল ৯টা ১০ নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দর থেকে নাড্ডা রওনা দেন মালদহের উদ্দেশে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

যেভাবে দেখা যাবে ধূমকেতু নিওওয়াইজ

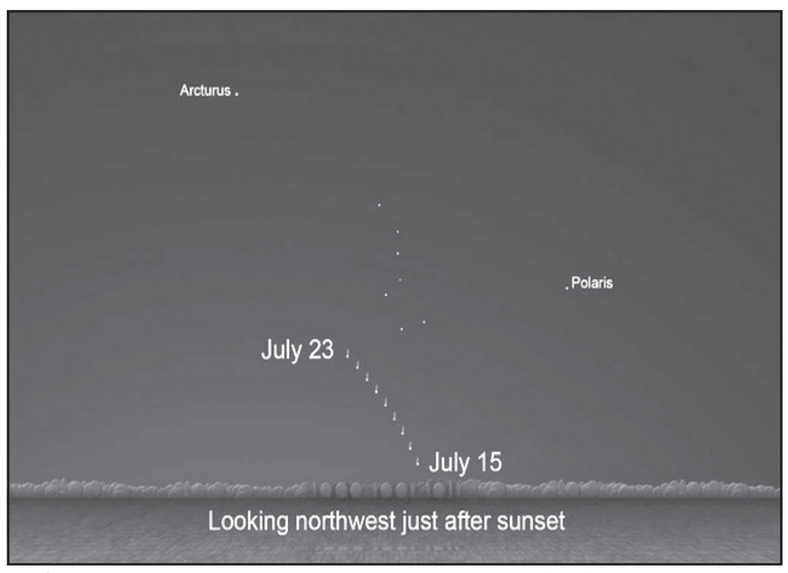

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার নিয়ার-আর্থ অবজেক্ট ওয়াইড-ফিল্ড ইনফ্রারেড সার্ভে এক্সপ্লোরার মিশন গত ২৭ মার্চ এ ধূমকেতুর দেখা পায়। সে কারণে সংক্ষেপে একে বলা হচ্ছে নিওওয়াইজ, যদিও বিজ্ঞানীরা একে চেনেন সি/২০২০ এফ৩ নামে। নাসা বলছে, সামনের কিছু দিন সূর্যাস্তের পর পর উত্তর-পশ্চিম আকাশে এই ধূমকেতু আরো স্পষ্ট হতে থাকবে। পৃথিবী থেকে দেখলে অন্য ধূমকেতুর মতই নিওওয়াইজকে মনে হবে একটি পুচ্ছধারী নক্ষত্রের মত। এমনিতে মেঘমুক্ত আকাশে খালি চোখেই নিওওয়াইজকে দেখা যাওয়ার কথা। তবে আরও ভালোভাবে এর রূপ বুঝতে চাইলে টেলিস্কোপ বা দূরবিনের শরণ নিতে বলছে নাসা। সবচেয়ে ভালো হয় এমন কোনো খোলা জায়গা বেছে নিতে পারলে, যেখান থেকে আকাশে তাকালে শহরের আলো ঝামেলা করবে না। সূর্য পাটে নামার ঠিক পর পর উত্তর-পশ্চিম আকাশে দিগন্তের ঠিক ওপরে তাকিয়ে থাকতে হবে। প্রতি রাতেই এ ধূমকেতু দিগন্ত রেখা থেকে আরও একটু উপরের দিকে উঠে আসতে থাকবে। আগামী ২৩ জুলাই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি থাকবে নিওওয়াইজ।

মোজা পরে ঘুমানোর ক্ষতিকর দিক শীতে মোজা পরে ঘুমানো আরামের হলেও ক্ষতিকর দিকও রয়েছে।

মোজা পরে ঘুমালে পায়ের ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে। তবে কিছু নেতিবাচক দিকও আছে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েসাইটের প্রতিবেদনের আলোকে জানানো হল বিস্তারিত।

রক্ত চলাচলে বাধা দিতে পারে: ঢিলেঢালা মোজা পরে ঘুমানোতে রক্ত সঞ্চালনে কোনো সমস্যা হয় না, বরং অনেক বিশেষজ্ঞ দাবি করেন আরও উন্নত হয়। তবে মোজা যদি আঁটসাঁট হয় সেক্ষেত্রে পায়ে রক্ত সঞ্চালনে বাধা সৃষ্টি হবে।

ত্বকের প্রদাহ: সুতি ছাড়া সব ধরনের কাপড়ের মোজাতেই ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি হওয়া ঝুঁকি থেকেই যায়, বিশেষত নাইলনের মোজায়। তাই সুতি আর শীতের জন্য উলের মোজাতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। পরিষ্কারের দিকেও নজর রাখতে হবে। যে মোজা পরে ঘুমানো হয় তা ময়লা হতেই পারে।

শরীরের তাপমাত্রা বাড়ায়: বাতাস চলাচল করতে পারেনা এমন কাপড়ের মোজা পরলে তা পায়ে অতিরিক্ত তাপমাত্রা সৃষ্টি করতে পারে। যা পক্ষান্তরে পুরো শরীরের তাপমাত্রা বাড়াবে। শীতের দিনে ব্যাপারটা সমস্যা না হলেও উষ্ণ আবহাওয়ায় তা অস্বস্তি তৈরি করবে।

ঘুমের সমস্যা: অভ্যাস না থাকলে কিংবা মোজার 'ইলাস্টিক' আঁটসাঁট হলে তা পরে থাকা অস্বস্তি তৈরি করতে পারে। আর সেই অস্বস্তি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবে।

পরিষ্কার পা: মোজা পরে ঘুমানোর আগে পা ভালো করে পরিষ্কার করে মুছে মোজা পরা উচিত। অন্যথায় বাজে গন্ধ তৈরি হবে। না ধুয়ে টানা কয়েকদিন মোজা ব্যবহার করলে তা থেকে পায়ে সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। মনে রাখতে হবে মোজা পরে ঘুমানোর ভালো মন্দ দু-দিকই আছে। তাই ঘুমানোর সময় মোজা যদি পরতেই চান তবে ঢিলেঢালা, পরিষ্কার এবং বাতাস চলাচল করতে পারে এমন মোজা পরতে হবে।

মিশ্র ত্বকের যত্নে যা খেয়াল রাখা দরকার

মুখের কোনো অংশ তৈলাক্ত আবার কোনো অংশ শুষ্ক হলে বুঝতে হবে তা মিশ্র ত্বক।

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য হালকা প্রসাধনী ব্যবহার করতে হয়। অন্যদিকে শুষ্ক ত্বকের জন্য চাই আর্দ্রতা রক্ষাকারী পণ্য। তবে মিশ্র ত্বকের জন্য চাই আলাদা যত্ন।

মুখের বিভিন্ন অংশের ধরন বুঝে প্রসাধনী ব্যবহার না করলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

রূপচর্চা-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে মিশ্র ত্বকের যত্ন নেওয়ার উপায় সম্পর্কে জানানো হল একাধিক সিরাম ব্যবহার বাদ দেওয়া: একই সঙ্গে একাধিক সিরাম ব্যবহার মিশ্র ত্বকের ক্ষতির কারণ হতে পারে। কারণ মিশ্র ত্বক শুষ্ক ও তৈলাক্ত ত্বকের সমন্বয়ে গঠিত। একসঙ্গে একাধিক সিরাম ব্যবহার ত্বকের ওপরে স্তরের সৃষ্টি করে। ফলে ত্বকের ওপর ভিন্ন ভিন্ন যৌগ বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই, মিশ্র ত্বকে একাধিক সিরাম ব্যবহার করা ঠিক নয়। ঘন ময়েশ্চারাইজার এড়িয়ে চলা: এই ধরনের ময়েশ্চারাইজার সাধারণত শীতপ্রধান অঞ্চলের জন্য তৈরি করা হয়। ভারী ময়েশ্চারাইজার ত্বকের ওপরে তৈলাক্তভাব তৈরি করে যা দূষণকে আরও আকৃষ্ট করে। ফলে ত্বকে নানান সমস্যা দেখা দেয়।

উচ্চ মাত্রার স্যালিসাইলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ ক্লিঞ্জার এড়ানো: মিশ্র ত্বকের জন্য উচ্চ যৌগের স্যালিসাইলিক অ্যাসিড ব্যবহার করা ক্ষতিকর। তাই যদি এই অ্যাসিড ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই এর পরিমাণের প্রতি সচেতন থাকা উচিত। সপ্তাহে একবার স্যালিসাইলিক অ্যাসিড ব্যবহার করা যেতে পারে। এটা প্রাকৃতিক এক্সফলিয়েটর হিসেবে কাজ করে।

অ্যালকোহল ভিত্তিক টোনার বাদ: ত্বকে কোনোভাবেই অ্যালকোহল ভিত্তিক টোনার ব্যবহার করা যাবে না। এটা ত্বককে আরও তৈলাক্ত করে ফেলে। আর পিএইচ'য়ের ভারসাম্য নষ্ট করে।

বহুমুখী মাস্ক ব্যবহার করা: মিশ্র ত্বকের জন্য বহুমুখী মাস্ক ব্যবহার উপকারী। ত্বকের ধরন বুঝে ভিন্ন ভিন্ন অংশে আলাদা আলাদা মাস্ক ব্যবহার করতে বলা হয়ে। তবে আরেকটি উপায় আছে।

গোসলের আগে পরিষ্কারক ক্লে মাস্ক ও পরে আর্দ্রতা রক্ষাকারী শিটমাস্ক বা জেল মাস্ক ব্যবহার ত্বকের সৌন্দর্যের ভারসাম্য রক্ষা করে।

আর্দ্র রাখতে মিস্ট ব্যবহার: ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ফেইস মিস্ট ব্যবহার করা ভালো। দিনের যেকোনো সময় মুখে মিস্ট স্প্রে করলে ত্বক সতেজ রাখার পাশাপাশি কমাবে অস্বস্তি।

সানস্ক্রিন ব্যবহারের আগে আর্দ্রতা রক্ষাকারী সিরাম ব্যবহার: মিশ্র ত্বক ভালো রাখার মূল চাবিকাঠি হল কম প্রসাধনীর ব্যবহার। তাই সানস্ক্রিন ব্যবহারের আগে শুধু ভিটামিন সি সিরাম বা হ্যালোরনিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ জেল মাখলে এই ধরনের ত্বকে খুব ভালো কাজ করে।

রাতে ত্বকে রেটিনল ব্যবহার: সব ধরনের ত্বক এমনকি ব্রণ প্রবণ ত্বকের জন্য রেটিনল উপকারী। এটা লোমকূপ সংকুচিত করে এবং ত্বকের বয়সের ছাপ দূর করে।

ডায়াবেটিকদের জন্য সকালের আদর্শ খাবার

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে খাদ্যাভ্যাসে থাকতে হবে সংযম। দিনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ খাবারটা হল সকালের নাস্তা। আর একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর জন্য তার গুরুত্ব আরও বেশি। সারারাত না খেয়ে থাকার পর দিনের প্রথম খাবারটাই হলো সকালের নাস্তা, যা স্বাস্থ্যকর হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশন'য়ের পরিসংখ্যান দাবি করে, বিশ্বব্যাপি সাড়ে ৪২ কোটি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। আবার আগামি ২৫ বছরে তা নাকি প্রায় ৬৩ কোটিতে গিয়ে পৌঁছাবে। নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে বৃক্ক, মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র ইত্যাদির গুরুতর রোগ ডেকে আনতে পারে এই ডায়াবেটিস, ধ্বংস করে দিতে পারে শরীরের যেকোনো অঙ্গ।

খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক ওয়েবসাইটের প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো ডায়াবেটিকদের জন্য সকালের নাস্তার কী খাওয়া উচিত আর কী বর্জন করা উচিত।

আঁশ বেশি, চিনি কম এমন সিরিয়াল: বিশ্বব্যাপি সকালের নাস্তায় একটি খাবার এই সিরিয়াল। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীও সিরিয়াল খেতে পারবেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে তাতে ভোজ্য আঁশ বা 'ফাইবার' যেন বেশি থাকে আর চিনির পরিমাণ যাতে কম থাকে। এতে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হবে।

পোরিজ: দালিয়া, ওটস, যবের মণ্ড বা জাউ অর্থাৎ সম্পূর্ণ শষ্য গুঁড়া গরম পানিতে মিশিয়ে তৈরি করা খাবার। বেশিরভাগ সময় ওটমিল দিয়েই এটি তৈরি করা হয়। যা দেখতে এবং স্বাদে অনেকটাই সিরিয়ালের মতো। মিষ্টি কিংবা নোনতা দুটোই করা সম্ভব এই খাবারটিকে। তবে ডায়াবেকদের জন্য তা নোনতাই হওয়া উচিত। সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে বিভিন্ন ধরনের সবজি।

সম্পূর্ণ শষ্যের রুটি: স্বাস্থ্যকর মাত্রায় কার্বোহাইড্রেইট মেলে এই রুটি থেকে। যা প্রক্রিয়াজাত নয়, চিনিও মেশানো নেই। এথেকে আরও মেলে ভোজ্য আঁশ, যা রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অনন্য।

অ্যাভোকাডো: এদেশে তেমন সহজলভ্য না হলে ডায়াবেটিস রোগীর জন্য এটি দারুণ একটি সকালের নাস্তা। এতে থাকে পুষ্টিকর চর্বি। সম্পূর্ণ শষ্যের রুটির সঙ্গে অ্যাভোকাডো মিশিয়ে খেলে নাস্তা হবে পুষ্টিগত দিক থেকে পরিপূর্ণ।

যা খাওয়া যাবে না

চিনি, সরল কার্বোহাইড্রেইট ধরনের খাবার এড়িয়ে চলতে হবে প্রত্যেক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীকে। আর সেগুলো হল চা-কফিতে চিনি, প্যাকেটজাত ফলের রস, ফলের স্মুদি, প্রক্রিয়াজাত ময়দার রুটি, চিনি মেশানো সিরিয়াল, 'ওয়েফলস', 'প্যানকেক', পেস্ট্রি, জ্যাম ইত্যাদি।

এছাড়া যেকোনো প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবার থেকেই একজন ডায়াবেটিককে যথাসম্ভব দূরে থাকা উচিত।

ভিটামিন ডি'র উৎস হতে পারে মাশরুম

প্রতিদিন মাশরুম গ্রহণে ভিটামিন ডি'য়ের পাশাপাশি অন্যান্য পুষ্টি উপাদানও মিলবে। 'বস্টন ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন'য়ের 'ভিটামিন ডি. ত্বক ও হাড়' বিভাগের গবেষক ও পরিচালক ড় মিশেল এফ হলিকের করা গবেষণা থেকে জানা যায়, সূর্যের আলোর অতিবেগুনি রশ্মি যেভাবে মানব শরীরে ভিটামিন ডি উৎপন্ন করে, তেমনি ভাবে অতিবেগুনি রশ্মি'র সংস্পর্শে থাকা মাশরুম শরীরে ভিটামিন ডি'র চাহিদা মেটাতে পারে। অন্যদিকে ২০১১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত করা যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল হেল অ্যান্ড নিউট্রিশন একজামিনেইশন সার্ভে' থেকে জানা যায় মাশরুম গ্রহণের মাধ্যমে নানান ধরনের পুষ্টি চাহিদা মেটানো সম্ভব।

'ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন জার্নাল'য়ে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে জানানো হয় গবেষকরা ১:১:১ অনুপাতে সাদা, ক্রিমিনি, পোর্টাবেলা মাশরুম নিয়ে গবেষণা চালান।

ফলাফলে দেখা যায় সূর্যালোকে বেড়ে ওঠা মাশরুম এবং ওয়েস্টার মাশরুম ৯ থেকে ১৮ বছরের মানুষের জন্য এবং ১৯ বছরের ওপরে ৮৪ গ্রাম বা আধা কাপ পরিমাণ মাশরুম গ্রহণ করা উপকারী।

৮৪ গ্রাম মাশরুম খাবারে যোগ করার মাধ্যমে পটাশিয়াম ও আঁশের ঘাটতি পূরণ করে। ৫ শতাংশ খাদ্য-আঁশ, ২৪ শতাংশ কপার, ৬ শতাংশ ফসফরাস, ১২ শতাংশ পটাশিয়াম, ১৩ শতাংশ সেলেনিয়াম বৃদ্ধি পায়।

এছাড়াও, দেখা যায় মাশরুম কিশোর ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ৫ শতাংশ দস্তা, ১৩ শতাংশ রিবোফ্লাভিন, ১৩ শতাংশ নায়াসিন ও ৫ শতাংশ কোলিন বৃদ্ধি করে। তবে ক্যালোরি, কার্বোহাইড্রেইট, চর্বি ও সোডিয়ামের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না।

মোট কথা হল, যুক্তরাষ্ট্রের 'ডায়েটারি গাইড লাইন' অনুযায়ী প্রতিদিনের খাদ্য-তালিকায় মাশরুম যোগ করার মাধ্যমে শরীর ভালো ও সুস্থ রাখার পাশাপাশি দৈনিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে সহায়তা

মুখের চর্বি কমাতে পাঁচ অভ্যাস

ওজন কমানো গেলেও মুখের অংশে চর্বি কমানো বেশ কষ্টকর। ফোলা গাল, থুতনির নিচের চর্বি মুখের সৌন্দর্য নষ্ট করে। তবে কিছু অভ্যাস রপ্ত করতে পারলে চর্বি কমান সম্ভব। স্বাস্থ্য-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে মুখ ও থুতনির নিচে জমে থাকা বাড়তি চর্বি কমানোর উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

মুখের ব্যায়াম: মুখের চর্বি কমানোর জন্য নানান ব্যায়াম রয়েছে। এসকল ব্যায়াম মুখের পেশি সুগঠিত করে ও আকার সুন্দর রাখে। প্রতিদিন ১০ সেকেন্ড জিহ্বার ব্যায়াম করুন। এতে গাল ও গলার পেশিতে টান পড়ে ও বাড়তি মেদ ঝরে যায়।

শরীরচর্চা: প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ থেকে ৪০ মিনিট কার্ডিও ব্যায়াম করুন। যেমন: দৌড়ানো, হাঁটা ও দড়ি লাফানো। এতে শরীরের বাড়তি মেদ কমবে ও অতিরিক্ত ফোলাভাব দূর হবে।

কম অ্যালকোহল: অতিরিক্ত অ্যাকোহল গ্রহণে ফোলাভাব ও মুখে চর্বির সৃষ্টি করে। অভ্যাস থাকলে অ্যালকোহল বাদ দিন, নয়ত দিনে এক গ্লাসের বেশি গ্রহণ না করাই শ্রেয়।

পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ বাদ দেওয়া: পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট অল্প আঁশ সমৃদ্ধ। সাদা রুটি, সাদা ভাত, ময়দা, চিনি, সোডা ও মিষ্টিতে থাকা এই ধরনের কার্বোহাইড্রেইট দেহে বাড়তি মেদ যোগ করে। তাই প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেইটের বদলে শস্য-জাতীয় খাবার খাওয়া ভালো।

কম লবণ গ্রহণ: অর্থাৎ সোডিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার কারণে দেহে ফোলাভাব ও ফুলে ওঠার সমস্যা দেখা দেয়। প্রক্রিয়াজাত খাবার লবণ সমৃদ্ধ। যা দেহে বাড়তি পানি ধরে রাখে, ফোলাভাব আনে।

রূপকথায় ছেদ! নিখিল-নুসরতের ইনস্টাগ্রাম ঘিরে বিচ্ছেদের জল্পনা

বিদেশে গিয়ে চোখ ধাঁধানো ডেস্টিনেশন ওয়েডিং। সোশ্যাল মিডিয়ায় মাখো মাখো পোস্ট। বেশ চলছিল টলিপাড়ার রূপকথা। কিন্তু আচমকাই কী হল এমন? টলিপাড়ায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, নিখিল-নুসরতের সম্পর্কে নাকি চিড়!

সদ্য তাঁদের ইনস্টাগ্রামের ভক্তরা যা দেখতে পেলেন, তাতে জল্পনা আরও স্পষ্ট হল, সেকথা বলাই যায়। রবিবার দেখা গেল, ইনস্টাগ্রামে একে অপরকে আনফলো করে দিয়েছেন নুসরত ও নিখিল।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি স্ক্রিনশট। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ইনস্টাগ্রামে একে অপরকে ইতিমধ্যেই আনফলো করে দিয়েছেন এই দম্পতি। আর তাতেই আরও জোরদার হয়েছে নুসরত-নিখিলের বিয়ে ভাঙার গুঞ্জন।

কিছুদিন আগেই সহ অভিনেতা যশ দাশগুপ্তের সঙ্গে সাংসদ, অভিনেত্রীর রাজস্থান বেড়াতে যাওয়ার খবরে নুসরত-নিখিলের সম্পর্ক ভাঙার জল্পনা তৈরি হয়। যশের সঙ্গে নুসরতের ঘনিষ্ঠতার খবরও শোনা যাচ্ছে।

যদিও যশ বা নুসরত কেউই নিজেদের ইনস্টাগ্রাম পেজে একে অপরের সঙ্গে রাজস্থান ভ্রমণের ছবি পোস্ট করেননি। তবে তাঁদের ফ্যান পেজের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে নুসরত-যশের আজমেঢ় শরিফে যাওয়ার ছবি ও ভিডিও। আর তাতেই ছড়ায় যশের সঙ্গে প্রেম, আর নিখিলের সঙ্গে নুসরতের বিয়ে ভাঙার খবর।

২০১৯ এর ১৯ জুন সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন নিখিল ও নুসরত। সেই সময়ে দুজনের বিয়ে ছিল টলিপাড়ার চর্চার বিষয়। রিসেপশনে হাজির ছিল প্রায় গোটা টলিউড। এমনকী, নুসরত একবার অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর জল্পনা ছড়ায় যে, নিখিলের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরেই অভিনেত্রী এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন। পরে অবশ্য সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে ফের একসঙ্গে দেখা যায় দুজনকে। এবার নতুন করে তাঁদের সম্পর্কে চিড় ধরার খবরে সরগরম টলিউড। গত ৮ জানুয়ারি ছিল সাংসদ, অভিনেত্রী নুসরত জাহানের জন্মদিন। শোনা যাচ্ছে, নুসরতের জন্মদিনের পার্টিতে হাজির ছিলেন না নিখিল। তবে বন্ধু যশ দাশগুপ্ত সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা কমাতে সহায়ক খাবার

দই, মৌরি, লবঙ্গ বা সবজির শরবত পেটের অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করে। সাধারণত অতিরিক্ত অ্যাসিড থেকে পেটে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা হয়। সঙ্গে থাকে পেট ফোলাভাব বা ফাঁপা ও হজম জনিত সমস্যা। এই সমস্যা দূর করতে সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করা জরুরি।

পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা দূর করতে সহায়তা করে এমন কয়েকটি খাবারের নাম সম্পর্কে জানানো হল।

দই: দই উপকারী ব্যাক্টেরিয়ার ভালো উৎস এবং এটা হজমে সহায়তা করে। পানির সঙ্গে দই মিশিয়ে পানীয় তৈরি করতে পারেন। এতে ভাজা জিরা ও বিট লবণ মিশিয়ে স্বাদ বাড়াতে পারেন। চাইলে এত আপেলও যোগ করে নিতে পারেন।

ভেষজ চা: ভেষজ চা নানান ঔষধি গুণ সম্পন্ন গাছ পাতা দিয়ে তৈরি। এগুলো শক্তিশালো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রদাহরোধী উপাদান সমৃদ্ধ। ভেষজ চা হজমে সাহায্য করে ও গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা কমায়। ভেষজ উপাদানের মধ্য আদা, পুদিনা, ক্যামোমাইল ও লেবু উল্লেখ্যযোগ্য। মৌরি বীজ: গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা কমাতে উপকারী। ভারতে সাধারণত খাবারের পরে হজমক্রিয়া বাড়াতে মৌরি খাওয়া হয়। এতে আছে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ যৌগ যা গ্যাস্ট্রিকের রস নিঃসরণে সহায়তা করে, খাবার হজমে সহায়তা করে, বদহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্যের লক্ষণ দূর করতে সহায়তা করে।

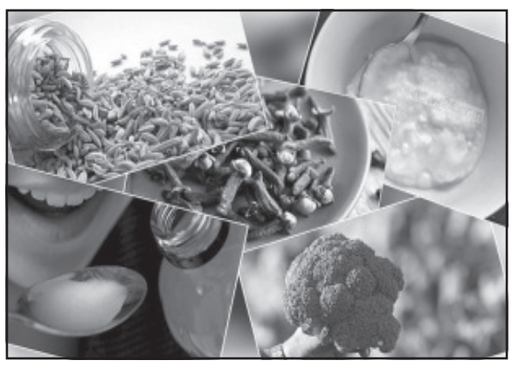

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার: অন্ত্রে অ্যাসিডিক মাইক্রোন পরিবেশ তৈরি করে এবং হজমে সহায়ক এনজাইমকেও সক্রিয় করে। এটা এইভাবে হজমে সহায়তা করে, ব্যথা কমায়, গ্যাস্ট্রিকের নানান সমস্যা যেমন- পেট ব্যথা ও পেট ফোলাভাব কমায়। এক গ্লাস পানিতে দুই চা-চামচ ভিনিগার মিশিয়ে পান করুন এবং গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা কমাতে এটা নিয়মিত গ্রহণ করা যেতে পারে।

লবঙ্গ: পেট ফোলাভাব, গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদির জন্য লবঙ্গ ব্যবহার করা হয় প্রাচীনকাল থেকেই। লবঙ্গ চিবিয়ে খাওয়া বা খাবারের পরে এলাচের সঙ্গে লবঙ্গের গুঁড়া মিশিয়ে এক কাপ চা পান অ্যাসিডিটি কমায় ও অতিরিক্ত গ্যাস দূর করতে সহায়তা করে।

উচ্চ অঁশ সমৃদ্ধ খাবার: উচ্চ অঁশ সমৃদ্ধ খাবার যেমন- বাদাম, বীজ, সবজি, বেরি ও সবুজ শাক সবজি হজম ক্রিয়া উন্নত করে ও গ্যাসট্রিকের ব্যথা কমাতে সহায়তা করে। গ্যাস্ট্রিকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ব্রকলি বেশ ভালো। এটা আঁশ সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি সালফোরাফেন যৌগের উৎস যা, পেটের সমস্যা সৃষ্টিকারী 'হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি ব্যাক্টেরিয়া' ধ্বংস করে।

সবজির পানীয়: উচ্চ শর্করা ও অ্যাসিড সমৃদ্ধ এবং আঁশ না থাকায় গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা কমাতে ফলের রস খাওয়া নিষেধ করা হলেও সবজির রস এক্ষেত্রে খুব উপকারী। যেমন- আলুর রস, আন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ হওয়ায় তা পেটের ব্যথা কমায়। কুমড়ার রস গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিডিটি কমায়, পেটের সমস্যা দ্রুত সমাধান করে।

ভারতীয় গোর্খা পরিসংঘ এর উদ্যোগে আগরতলায় সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার। ছবি- নিজস্ব।

শ্রমিকদের উন্নয়নে সর্বশক্তি প্রয়োগ করব, গুয়াহাটিতে 'চা বাগান ধন পুরস্কার মেলা'র সমাবেশে বলেছেন নির্মলা

গুয়াহাটি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শ্রমিদের উন্নয়নে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন, যাঁদের তৈরি চা খেয়ে সকালে নিদ্রাভঙ্গ করেন দেশ তথা বিশ্ববাসী, সেই সকল শ্রমিকদের উন্নতি করতে বর্তমান বিজেপি সরকার বদ্ধপরিকর। শনিবার গুয়াহাটিতে আয়োজিত তৃতীয় দফার 'চা বাগান ধন পুরস্কার মেলা'র সমাবেশে বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ।

আজ খানাপাড়ায় পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ময়দানে বিশাল সমাবেশে রাজ্যের ৭,৪৬,৬৬৭ জন চা শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা করে সরকারি অনুদানের ধনরাশি জমা করে বিশাল এই প্রকল্পের সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, তিন সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা, পল্লবলোচন দাস ও কৃপানাথ মালাহ, রাজ্যের চা জনজাতি মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণদের সঙ্গে নিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করে তৃতীয় দফার 'চা বাগান ধন পুরস্কার মেলা'র শুভারম্ভ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তবে এদিন মঞ্চে ছয় বাগান শ্রমিকের হাতে তিন হাজার টাকার প্রতীকী চেক তুলে দিয়েছেন সীতারমণ। চেক-গ্রহীতাদের মধ্যে কাছাড় জেলার ডলু চা বাগানের জনৈক শ্রমিকও ছিলেন।

মন্ত্রী সীতারমণ প্রদত্ত ভাষণ বলেন, অসমের চায়ের একটি ব্র্যান্ডভ্যালু আছে। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই কেন্দ্রীয় এবং অসম সরকার চা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তিনি বলেন, চা জনগোষ্ঠীর ঝুমুর গীত শুনলে তাঁর খুব ভালো লাগে। কিন্তু চা বাগানের শ্রমিকদের জীবনশৈলি নিয়ে রচিত গানের করুণ বর্ণনা তাঁকে ব্যথিত করে। গানের তর্জমা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, যে চা সকালে খেয়ে বিশ্ববাসী স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে যান, সেই সব চা বাগানের শ্রমিকদের সন্তান-সন্ততিরা প্রতিদিন সকালে আগের রাতের বাসি খাদ্য খায়, তা কখনও হতে পারে না। এই ধারা বর্তমান সরকার পাল্টাতে শুরু করেছে।

চা বাগানগুলিকে দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরুর সঙ্গে তুলনা করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সীতারমণ বলেন, 'চা বাগান মুম্বাই থেকে কম নয়। কেননা, ব্যাংক, এটিএম কাউন্টার, মোবাইল এটিএম ব্যবস্থার সুবিধা চা বাগানের বাসিন্দারা এখন পাচ্ছেন। দালাল ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সরাসরি গ্রহীতারা তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা পাচ্ছেন। এই সব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সাফল্য বা সু-প্রয়োগ প্রতিফলিত হচ্ছে।' তিনি বলেন, দেশের সব রাজ্যরে সমবিকাশ চায় ভারত সরকার, এটা সরকারের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। চা বাগানের উন্নয়নের জন্য পরবর্তীতে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন নির্মলা।

তিনি বলেন, ২০১৪ সাল থেকে সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা চা বাগানের বাসিন্দাদের উন্নয়ন করতে তাঁকে বহুবার অনুরোধ করেছেন। একই ভাবে পল্লবলোচন দাসও সংসদে চা বাগানের বাসিন্দাদের উন্নয়ন ঘটাতে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এখন সরকারের বরাদ্দকৃত আবাসগৃহ, আয়ুষ্মান ভারত সহ অন্য বহু সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। তবে, যাঁরা সরকারি সুবিধা পাননি, তাঁদের শীঘ্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবগত করতে বলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব সুবিধা তাঁরা পেয়ে যাবেন, বলেন নির্মলা।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা আরও বলেন, করোনা কালে ব্যাংকের আধিকারিক এবং কর্মচারীরা ব্যাপক তৎপরতার সঙ্গে চা বাগানের শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলায় সহায়তা করেছেল। এর কৃতিত্ব অবশ্য তাঁদের দিতে হবে। তিনি ব্যাংকের সকল আধিকারিক এবং কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

উকাপাস্ব পরিষদের সিইএম দেবোলালের পদত্যাগ চেয়ে ফের সরব সমরজিৎ

হাফলং (অসম), ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) দেবোলাল গারলোসার পদত্যাগ চেয়ে আরও একবার সরব হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা পার্বত্য পরিষদের প্রাক্তন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য সমরজিৎ হাফলংবার।

হত্যা ও অপরাধের ঘটনায় অভিযুক্ত দেবোলাল গারলোসার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পদে থাকার কোনও অধিকার নেই। শনিবার হাফলঙে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এমনই দাবি করেছেন সমরজিৎ হাফলংবার। তিনি বলেন, দেবোলালের বিরুদ্ধে ছয় ছয়টি চার্জশিট রয়েছে। তাই এ ধরনের ব্যক্তির সাংবিধানিক পদ আঁকড়ে থাকার কোনও অধিকার নেই। নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে নিজে থেকে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তি দেবোলাল গারলোসা তা না করে উল্টো বলছেন অভিযুক্ত হলেই তিনি এই পদ ছাড়বেন, মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক।

প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ বলেন, সুপ্রিম কোর্টের এ ধরনের এক পরামর্শ ছিল যে দাগি অপরাধীদের কোনও সাংবিধানিক পদ বা মন্ত্রী পদে না রাখার জন্য এক আইন প্রণয়ন করা জরুরি। এ ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীদের পরামর্শও দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এর উপর ভিত্তি করে আমরা গৌহাটি হাইকোর্টে ৫১/২০ নম্বরে এক জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলাম। কিন্তু গত ১ ফেব্রুয়ারি এই জনস্বার্থ মামলার শুনানি গ্রহণ করে তা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও এমন কোনও আইন তৈরি হয়নি যে চার্জশিট থাকা কোনও ব্যক্তি সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত হলে তাকে এই পদ থেকে অপসারণ করার। অবশ্য আমরা দেখেছি, প্রয়াত লালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন তখন একটি রেল দুর্ঘটনার জন্য তিনি নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে রেলমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ঠিক মুম্বাইয়ে ২৬/১১ সন্ত্রাসবাদীর হামলার পর একইভাবে নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন শিবরাজ পাটিল। কিন্তু বিজেপি বলছে, বিরোধীরা উন্নয়ন স্তব্ধ করে দিতে দেবোলাল গারলোসার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে। এ সম্পর্কে সমরজিৎ বলেন, আমরা কেন অভিযোগ আনব দেবোলাল গারলোসার বিরুদ্ধে। পুলিশ চার্জশিট তৈরি করে আদালতে জমা দিয়েছে। এমন-কি এ-নিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আদালতে শপতনামাও দাখিল করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা উন্নয়নের বিরোধী নই। তবে উন্নয়ন না হলে বিরোধী দলগুলি নিশ্চয়ই সরব হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে সমরজিৎ বলেন, মাইবাং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবার থেকে বিজ্ঞান শাখা চালু হয়েছে। কিন্তু শিক্ষক নেই। হাজাডিসা, খেপ্রের স্কুলগুলিতে গণিত ও হিন্দির শিক্ষক নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মানবসম্পদের উন্নয়ন না হলে কোনও এলাকার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সমরজিতের মতে, উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচনের জন্য সংবিধান মানা হয়নি। পূর্বে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পদের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন করে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত করা হতো। কিন্তু চাকরির জন্য যে ভাবে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়, দেবোলাল গারলোসাকে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে অসমের রাজ্যপাল ঠিক সে ভাবেই নিয়োপত্র দিয়েছেন যা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী বলে মন্তব্য করেন সমরজিৎ হাফলংবার।

এদিকে এবারের নির্বাচনে বিজেপি ছাড়া যত বিরোধী দল রয়েছে এই দলগুলি একজোট হয়ে একনায়কত্বের অবসান ঘটাতে এবং ডিমা হাসাও জেলায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হাফলং বিধানসভা আসনে বিজেপির বিরুদ্ধে একজন প্রার্থী দেবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার।

ইটাহারে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার লরি চালকের মৃতদেহ

ইটাহার, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার থানার বেকিডাঙ্গা গ্রামে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল এক লরি চালকের মৃতদেহ। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই লরি চালকের নাম গদাধর মহন্ত(২৪)। এদিন সকাল ৮টা নাগাদ মৃত ব্যক্তির শোওয়ার ঘর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। পরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। মৃতের পরিবারের অনুমান ব্যাংক ঋণ এবং পারিবারিক অশান্তিতে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। এনিয়ে মানসিক অবসাদেও ভুগতে শুরু করেছিলেন বলে দাবি মৃতের পরিবারের সদস্যদের। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। রুজু হয়েছে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা।

তৃণমূল সরকার পিসি ভাইপোর সরকার : জে পি নাড্ডা

মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে পিসি ভাইপোর সরকার বলে মালদায় সহভোজনের সভামঞ্চ থেকে সমালোচনা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শনিবার মালদায় সহভোজনের সভামঞ্চ থেকে কৃষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তা দেন, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে প্রথম কাজ হবে কৃষক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে এদিন নাড্ডা বলেন, 'আব পছতাবা হো ক্যায়া, যব চিড়িয়া চুগ গয়ি খেত', হিন্দির এই প্রবাদ দিয়ে পিসি ভাইপোকে তোলাবাজ এবং চাল চোর, ত্রিপল চোর বলেও তীব্র আক্রমণ করেন নাড্ডা। এদিন সহভোজনের সভামঞ্চ থেকে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে তুলোধুনা করেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক সম্মাননিধি প্রকল্প, মমতার সরকার এ রাজ্যে চালু করছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এদিন সভায় উপস্থিত কৃষকদের সঙ্গে বসে খিচুড়ি খান নাড্ডা। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, মালদার বারোটি বিধানসভা আসনেই জয়লাভ করবে বিজেপি। এই জেলা একসময় গনিখানের শক্ত ঘাঁটি ছিল বলে দাবি করে নাড্ডা জানান, এই জেলায় কংগ্রেস তেমন কিছুই করতে পারবে না। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

রাজ্য বাজেটের কড়া সমালোচনা সূর্যকান্ত মিশ্রর

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ১০ বছর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া আশ্বাসের ভিত্তিতে রাজ্য বাজেটের কড়া সমালোচনা করলেন সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র।

সংবাদপত্রে প্রকশিত ১০ বছর আগে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া আশ্বাসের কাটিং সহযোগে শনিবার সূর্যবাবু টুইটে লিখেছেন, "পড়ে দেখুন। মুরোদ থাকলে জবাবি ভাষনে জবাব দিন। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য বাজেটে অসত্য তথ্য পরিবেশন এখন দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য হিসাব না করেই বলে দেওয়া যায় দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে এক কোটির বেশি মানুষ বেকার হয়েছেন।

দশ বছর ধরে বাজেটকে বিদায় দেয়া হয়েছে। এখন রাজ্য বাজেটের আগে অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রকাশ করা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।নেটে দিয়ে তুলে নেয় সরকার। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার (সিএসও) তথ্যের সঙ্গে বাজেটে দেওয়া তথ্যের কোনো মিল নেই।দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে বাজেটের কোনো মূল্য নেই। জনসভা? হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে সরব হলেন হলিউড তারকা সুজান

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): এবারকৃষক আন্দোলনের সমর্থনে সরব হলেন হলিউড তারকা সুজান সারান্ডন। ভারতের কৃষক আন্দোলন প্রসঙ্গে আমেরিকার সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া একটি প্রতিবেদন তিনি শনিবার টুইটারে প্রকাশ করেন। সঙ্গে আন্দোলনের প্রতি নিজের সমর্থনের কথা জানান।

৭৪ বছরের সুজান হলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রী। এর আগে মানবাধিকার সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁকে বার বার সরব হতে দেখা গিয়েছে। শনিবার তাঁর এই টুইটের ফলে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে নেট-দুনিয়ায়। 'ডেড ম্যান ওয়াকিং' ছবির অভিনেত্রী লিখেছেন, যদি কেউ ভারতের কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে জানতে চান, কৃষকরা কারা এবং কেন প্রতিবাদ করছেন সে বিষয়ে আগ্রহী হন, তা হলে প্রতিবেদনটি পড়তে পারেন।

নেটমাধ্যমে অস্কার-জয়ী অভিনেত্রীর লেখাটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ১০ হাজারের বেশি মানুষ লেখাটি নিজেদের অ্যাকাউন্ট থেকে পুনঃ প্রকাশ করেন।

৩৬ তম রাষ্ট্রীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল আজ শনিবার ৩৬ তম রাষ্ট্রীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এদিন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী খেলোয়াড় সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার সাথে ভালো খেলা প্রদর্শন করার জন্য আহ্বান জানান। শনিবার থেকে গুয়াহাটির সরুসরুজাইয়ে ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে শুরু হয়েছে ৩৬ তম রাষ্ট্রীয় জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এদিন সকালে সরুসজাইয়ের ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত খেলোয়াড়দের ভালো খেলা প্রদর্শন করার আহ্বান জানান। নিজের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অসমকে খেলার রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার সমস্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত খেলোয়াড়দের নিষ্ঠার সাথে খেলা প্রদর্শন করে আগামী দিনে দেশের নাম সমগ্র বিশ্বে উজ্জ্বল করতে সক্ষম হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

"চাক্কা জ্যাম" : অবরুদ্ধ জম্মু-পাঠানকোট হাইওয়ে, পঞ্জাবে ব্যাপক প্রভাব

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পূর্বঘোষণা মতোই শনিবার দুপুর বারোটা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে "চাক্কা জ্যাম" কর্মসূচির অংশ হিসেবে সড়ক অবরুদ্ধ করলেন কৃষকরা। দুপুর বারোটা থেকেই পঞ্জাবের অমৃতসর এবং মোহালিতে সড়ক অবরুদ্ধ করেন কৃষকরা। রাস্তার উপরেই বসে পড়েন কৃষকরা। অমৃতসরে দিল্লি-অমৃতসর জাতীয় সড়কের উপর গোল্ডেন গেটে প্রতিবাদ দেখানো হয়। একই ছবি ধরা পড়েছে শাজাহানপুর (রাজস্থান-হরিয়ানা) সীমানাতেও। সেখানেও জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করেন অন্নদাতারা।

অন্যদিকে, বেঙ্গালুরুতে আটক করা হয়েছে আন্দোলনরত কৃষকদের। বেঙ্গালুরুর ইয়েলাহাঙ্কা থানার বাইরে "চাক্কা জ্যাম" কর্মসূচি পালন করছিলেন আন্দোলনকারীরা, তখন বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারীকে আটক করে পুলিশ। চাক্কা জ্যামের প্রভাব পড়েছে জম্মু-কাশ্মীরেও। অবরুদ্ধে করা হয় জম্মু-পাঠানকোট হাইওয়ে। এদিন দিল্লির শাহিদী পার্কে চাক্কা জ্যামের অংশ হিসেবে প্রতিবাদ করার সময় বেশ কয়েকজনকে আটক করে দিল্লি পুলিশ। আবার হায়দরাবাদের উপকণ্ঠে হাইওয়েতে প্রতিবাদ দেখানোর সময় আন্দোলনকারীদের হাইওয়ে থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ।

দেশ জুড়ে দুপুর বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্ত জাতীয় এবং রাজ্য সড়কে এই অবরোধ কর্মসূচি চলেছে। তবে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং রাজধানী দিল্লিতে 'চাক্কা জ্যাম' করা হয়নি। প্রজাতন্ত্র দিবসে হিংসার কথা মাথায় রেখে, কৃষকদের 'চাক্কা জ্যাম' কর্মসূচি নিয়ে কোনও ঝুঁকি নেয়নি দিল্লি পুলিশ। আগাম সতর্কতা হিসেবে লালকেল্লা-সহ দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে নিরাপত্তা অনেকটাই বাড়ানো হয়। ড্রোন দিয়ে চালানো হয় নজরদারি। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, দিল্লি পুলিশ, প্যারামিলিটারি এবং রিজার্ভ ফোর্স মিলিয়ে মোট ৫০ হাজার বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

তৃণমূলে যোগ দিলেন সিরিয়ালের দুই প্রিয় অভিনেত্রী

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শুক্রবারের পর শনিবারও তৃণমূলে তারকাদের যোগদান অব্যাহত ছিল। 'ঝিলিক" ও "বাহা" জনপ্রিয় দুই চরিত্র এলেন ঘাসফুলে।

সামনেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন, আর তার আগেই রাজ্যের শাসকদলে যোগ দিচ্ছে একের পর এক তারকা। এদিন তৃণমূল ভবনে দোলা সেনের উপস্থিতিতে শাসকদলে নাম লেখাল রণিতা দাস, সৌপ্তিক চক্রবর্তী, শ্রীতমা ভট্টাচার্য ও দিশা রায় চৌধুরী।

এদিন তৃণমূলে যোগ দিয়ে নাম না করেই বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন রণিতা দাস। রাজনীতির সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই পরিচয় রণিতার। তার বাবা রাজ্যের শাসকদলের দুঁদে নেতা। এবার তার মেয়েও আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজনীতির ময়দানে নাম লেখালেন।

টেলিদুনিয়ায় "মা" ধারাবাহিকের "ঝিলিক" চরিত্রে জনপ্রিয় শ্রীতমা ভট্টাচার্য ও "বাহা" চরিত্রে খ্যাতি প্রাপ্ত রণিতার যোগদানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেত্রী দোলা সেন। গতকালই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা দীপঙ্কর দে। সিরিয়াল থেকে তৃণমূলে এসেছেন ভরত কল, লাভলি মিত্র। তৃণমূল কংগ্রেসে তারকা যোগ কোনও নতুন কথা নয়। কিন্তু রাজ্য বিজেপি বর্তমানে টলিউডে যে তারকা যোগ নিয়ে আড়াআড়ি ফাটলের খেলায় নেমেছে, সেটাতে টক্কর দিতেই এই যোগদান বলে মত একাংশের। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামীদিনে তারকাদের নিয়ে একটি বিশেষ প্রচার সাড়বেন বলেই যোগদান। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সিন্ডিকেটরাজ নিয়ে তোপ রাজ্যপাল ধনকরের

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "রাজ্যে নিজের ইচ্ছায় ইট এবং সিমেন্ট কেনা যায় না। সিন্ডিকেট ধরে চলতে হয়।" ফের রাজ্যের বিরুদ্ধে এভাবে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

শনিবার সেন্ট জেভিয়ার্সের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গিয়ে রাজ্যের সিন্ডিকেটরাজ নিয়ে সরব হন রাজ্যপাল। তাঁর অভিযোগ, পাশাপাশি, রাজ্য সরকারি কর্মীদেরও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

রাজ্য-রাজ্যপালের দ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। আগে একবার বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই দু'তরফের সম্পর্কের ফাটল চওড়া হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে সিন্ডিকেটরাজ নিয়ে ধনকরের আক্রমণ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

এদিন সেন্ট জেভিয়ার্সের নিউটাউন ক্যাম্পাসে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রেভারেন্ড ফেলিক্স রাজ। সমাবর্তন অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের কাছে সিন্ডিকেটরাজ নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন রাজ্যপাল। তাঁর কথায়, "রাজ্যে দু'টি ইট এবং এক বস্তা সিমেন্ট কিনতে গেলেও আপনি নিজের ইচ্ছেয় কিনতে পারবেন না। আপনাকে সিন্ডিকেট ধরে চলতে হবে। এটা কি চলছে রাজ্যে?"

ধনকরের অভিযোগ, "একটা সিন্ডিকেটের দেওয়া এক টুকরো কাগজ দেখিয়ে গোটা রাজ্যে কাজ চলছে। এও কি সম্ভব?" একইসঙ্গে প্রচারমাধ্যমকে পরামর্শ, "আপনারা সব কিছু দেখান। সরকারের ঠিক করে দেওয়া বিষয় শুধু দেখাবেন না। সবার চোখ খুলে দিন।" এদিনও রাজ্য সরকারের বাণিজ্য সম্মেলন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন রাজ্যপাল। তাঁর কথায়, "এই সম্মেলন করে রাজ্যে কত বিনিয়োগ এল প্রচারমাধ্যম তা তুলে ধরুক।"

এদিন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ফের একবার সতর্ক করেছেন রাজ্যপাল। ধনকরের বক্তব্য, "সরকারি কর্মীদের নিরপক্ষে থাকতে হবে। এটাই আমার নির্দেশ। রাজনীতি করা যাবে না।" সরকারি কর্মীদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, "আপনারা যদি রাজনীতি করেন, জেনে রাখুন, আপনি যতই নিজেকে চালাক ভাবুন, আপনার কাজের আগেই সেই কথা ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে।"

সাহাপুরে কৃষকদের সঙ্গে সহভোজ জে পি নাড্ডার

মালদা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মালাদার সাহাপুরে কৃষকদের সঙ্গে বসে সহভোজ করলেন সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।।

এদিনের মেনুতে ছিল, খিচুড়ি, পাঁচ মেশালি তরকারি আর পাঁচ রকম ভাজা। পাশাপাশি, মধ্যাহ্নভোজনের পর বাংলার জামাই নাড্ডা জানালেন, 'খুব ভালো'। সাহাপুরের মাঠে আড়াই হাজার কৃষকের সঙ্গে একসঙ্গে বসে আতপ চালের খিচুড়ি আর পাঁচ তরকারিতে মধ্যাহ্নভোজন করলেন বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা। কথা বললেন কৃষকদের সঙ্গে। তাঁদের অভাব-অভিযোগ শুনলেন।

এদিন বেলা ১০টা ৫০-এ নাড্ডাবাবুর হেলিকপ্টার অবতরণ করে মালদায়। ১১টার পর তিনি যান সেন্ট্রাল ইন্সটিট্যুট অফ সাবট্রপিক্যাল হর্টিকালচারে। সেখান থেকে সাড়ে ১১টায় সাহাপুরে আসেন কৃষক সুরক্ষা সভা ও ভোজে অংশ নিতে।এবার আর কারও বাড়ি গিয়ে নয়, মালদায় খোলা মাঠে বসে প্রায় চার হাজার কৃষকের সঙ্গে পাত পেড়ে মধ্যাহ্নভোজ সারলেন বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা। কৃষকদের সঙ্গে বসে বিজেপি সভাপতির এই মধ্যাহ্নভোজ কর্মসূচির নাম দেওয়া হয় সহভোজ। শুক্রবার রাত থেকেই তার এলাহি আয়োজন চলে মালদহের ডিস্কো মোড় এলাকার অনুষ্ঠানস্থলে। শনিবার সকাল থেকে চলে রান্নার প্রস্তুতি। দলের কিষাণ মোর্চার রাজ্য সহ সভাপতি শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী জানান, "এক মাস ধরে আমরা স্থানীয় চাষিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টিভিক্ষা করেছি। তা দিয়েই তৈরি হয়েছে এ দিনের ভোজ। নাড্ডাজী চাষীদের সঙ্গে মাঠে বসে খেয়েছেন। এ কারণে আমরা গৌরব বোধ করছি।"এই কর্মসূচিতে কৃষকদের আনা বিভিন্ন সামগ্রীর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেখানে কৃষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন জে পি নাড্ডা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

PNIe-T No:- 24/EE/RIG/2020-21
e-Tender in single bid systemare invited for the following work:-

Sl. No.	DNIe-T No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Time for Completion	Deadline for online bidding	Time &date of pre-Bid conference	Website for online biding	Time &date of opening of online technical bid	Tender Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	20/EE/RIG/2020-21	**JJM**/Supply & installation of Battery for online UPS in the Instrument Room of State Level Water Testing Laboratory, PWD(DWS).	₹3,47,590.00	₹.6,952.00	45 (Forty five) days	Upto 3.00 P.M on 04/02/2021	At 11.00 A.M on 12/02/2021	https://tripuratenders.gov.in	At 4.00 P.M on 25/02/2021	₹1000.00

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuravenders.gov.inatfree of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned document As specified in this tender document on-the e-Procurement website www.tripuratenders.2ov.in
For details please visit **www.tripuratenders.gov.in aid for any query please contact:- 0381-232-0699.**

For and on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
Rig Division,
P.N. Complex, Agartala, Tripura

ICA-C-3079/21

রাজ্য সফরে এসে কেন্দ্রীয় নৌ পরিবহণ স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মনসুখ মান্দাভিয়া দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে।

আগামী দশদিনের মধ্যে অসমে বাড়বে চা শ্রমিকদের মজুরি আশ্বাস অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামী দশদিনের মধ্যে অসমে চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি বাড়বে। আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। শনিবার গুয়াহাটির খানাপাড়ায় পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ময়দানে আয়োজিত তৃতীয় দফার 'চা বাগিচা ধন পুরস্কার মেলা'র সমাবেশে বলেছেন অর্থমন্ত্রী ড় শর্মা।

আজকের বিশাল সমাবেশে রাজ্যের ৭,৪৬,৬৬৭ জন চা শ্রমিকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা করে সরকারি অনুদানের ধনরাশি জমা করে বিশাল এই প্রকল্পের সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। ওই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বহু দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব আগামী দশদিনের মধ্যে চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হবে বলে আশ্বাস দিয়ে বলেন, কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিজেপি সরকার চা বাগানের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিরামহীন কাজ করছে।

চা বাগান শ্রমিকের উপস্থিতিতে আজকের সমাবেশে সাম্প্রতিক কেন্দ্রীয় বাজেটে অসমের চা বাগানের উন্নয়নে ১,০০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করায় নির্মলা সীতারমণকে ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ উগ্রপন্থী সংগঠন আলফা-স্বাধীনের সর্বেসর্বা পরেশ বরুয়ার এক বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি। মন্ত্রীর বক্তব্য, পরেশ বরুয়া বলেন, অসমের চা বাগান শ্রমিকরা অসমিয়া নন। কিন্তু তাঁর চ্যালেঞ্জ, বাগান শ্রমিকদের চেয়ে ভালো অসমিয়া কোথাও নেই। কেননা, চা বাগানের শ্রমিকদের কষ্ট ও পরিশ্রমের দৌলতেই গোটা বিশ্ব আজ অসমের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তাঁদের তৈরি চা দেশ ও বিদেশে যায়, সকলেই অসমের চা চান। তার মানে কী, এই সকল শ্রমিক যদি চা গাছের যত্ন না করেন এবং কাঁচা পাতা না তুলেন, তা হলে কোথায় পাওয়া যেত এত উন্নতমানের চা, প্রশ্ন তুলে বলেন, এই সকল অসমিয়ার জন্যই সমগ্র বিশ্ব অসমকে চেনে। চা শ্রমিকদের উন্নয়ন, কল্যাণ এবং স্বাভিমান রক্ষায় বিজেপি সরকার কাজ করে চলেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পালিত

● আটের পাতার পর

অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু করেছে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। কৃষকদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে এবার জন্য সরকার নানা চক্রান্ত শুরু তিনি অভিযোগ করেন। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করা হচ্ছে, রাস্তায় পেরেক পেতে রাখা হচ্ছে।

১০৩২৩

● আটের পাতার পর

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে তাদের আন্দোলন স্তব্ধ করে দেযর চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়। সরকারের এই মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন সংগঠন। তারা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে তারা বদ্ধপরিকর। রাজ্য সরকার এবং আরক্ষা প্রশাসনগণতান্ত্রিক উপায়ে তাদেরকে আন্দোলন করার অনুমতি না দেওয়ায় তারা বাধ্য হয়েই হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছেন বলে জানানো হয়। তারা আশা ব্যক্তকরেছেন হাইকোর্ট তাদের অবস্থা বিবেচনা করে অবশ্যই গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করার অনুমতি দেবে বলে তারা বিশ্বাসী। হাইকোর্টের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই তারা আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানান। আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেছেন গত২৭ জানুয়ারি তাদের ওপর পুলিশ যে বর্বরোচিতঘটনা সংঘটিত করেছে তার জবাব তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে দিতে প্রস্তুত। এসব বিষয় নিয়ে তারা ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশন এর দ্বারস্থ হয়েছেন। ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন তারা।

সরকার আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ায় উদ্যোগী হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে রাজ্যকে স্বনির্ভর করার প্রয়াস নিয়েছে সরকার। আজ বোধজংনগরে একটি বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে আধুনিক ডেয়ারি মিল্ক প্ল্যাটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ায় উদ্যোগী হয়েছে। বেকারদের স্বরোজগারী করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার সদর্থক দ'ষ্টিভঙ্গি পালন করছে। তিনি বলেন, এখন রাজ্যের মানুষের চিন্তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। যুব সমাজের মধ্যে স্বনির্ভর হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে। তারা এখন নিজেদের উদ্যোগে কর্মে স'জনশীল হতে চাইছে। কর্মে স'জনশীল হতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন নিজের প্রতি আস্থাশীল হওয়া এবং আত্মনির্ভরতা বাড়ানো। তবেই কোন কাজে তারা প্রক'তলক্ষে পৌঁছতে পারবে। এভাবেই প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যেই রাজ্যকে নিয়ে যেতে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের আমদানিতে প্রতি বছর বিপুল অর্থরাশি বহির্রাজ্যে চলে যায়, সেই অর্থ রাজ্যে রাখার জন্য বর্তমানে রাজ্য সরকার দুগ্ধ উৎপাদন ব'দ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ৩ বছরের মধ্যে সে' সর্টেড সিমেন টেকনোলজির মাধ্যমে ী বাছুরের সংখ্যা ব'দ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ী বাছুরের সংখ্যা ব'দ্ধি মানেই দুগ্ধ উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়া। এতে সাধারণ মানুষ যেমন দুধ, তথা দুগ্ধ জাতীয় পণ্য সহজে পাবে পাশাপাশি দুগ্ধজাত শিল্প কারখানাও রাজ্যে গড়ে উঠবে। এতে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার যেমন উন্নতি হবে তেমনি কর্মসংস্থানেরও সুযোগ স'ষ্টি হবে।

মুখ্যমন্ত্রী গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়নের সাফল্যের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, রাজ্যে দুগ্ধ উৎপাদকদের কাছ থেকে দুধ কেনার পরিমান ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২১৪৫ মেঃটন ছিল যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ব'দ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৮২৮ মেঃটন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দুধ সরবরাহকারীর সংখ্যা ছিল ৫৭০০ জন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ব'দ্ধি পেয়ে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৭৪০ জন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের হিসেবে রাজ্যে ডেয়ারি কো-অপারেটিভ সোসাইটির সংখ্যা ছিল ৬০টি, ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা বেড়ে দাড়িয়েছে ১১৭টি।

গৃহকর্তা

● প্রথম পাতার পর

আহার তুলে দেওয়ার সাধ্য নেই অভাগানী মায়ের। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে অভাগিনী মা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন।

শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে যায়।তার অবস্থা সঙ্কটজনক তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল থেকে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে মুঙ্গিয়াকামি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক এবং গাড়ি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।এ ব্যাপারে মুঙ্গিয়াকামি থানায় একটি মামলা হয়েছে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে চালকদের অসাবধানতার কারণেই এই ঘটনাটি ঘটেছে।

ডিজিটাল যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সাংবাদিকদের দক্ষতা, নিষ্ঠা, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও স্মার্ট হতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী সর্বা

গুয়াহাটি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বর্তমান ডিজিটাল যুগে সমস্ত বিশ্বে আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে এক অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে নিজেদের দক্ষতা, নিষ্ঠা, দূরদৃষ্টি এবং স্মার্টনেস তুলে ধরতে হবে। নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়েবেন। শনিবার গুয়াহাটিতে শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রে রাজ্যের ২০২০-২১ সালের মিডিয়া ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত সাংবাদিকদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে গিয়ে এ-কথাগুলো বলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

এদিন ২০২০-২১ সালে বেস্ট পারফরম্যান্সের জন্য রাজ্যের জেলা ও মহকুমা কার্যালয়কেও পুরস্কৃত করেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্যে আরও বলেন, সমাজে মর্যাদা ও সম্মান সহকারে সরকারের অবস্থান শক্তিশালী রূপে তুলে ধরতে হলে সরকারি অধিকারিক ও কর্মচারীগণকে অধিক নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে হবে। সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো জনসাধারণের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের জনসংযোগ বিভাগের অধিকারিকদের গুরুত্ব অনেক বেশি বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। জনগণের আবেগ অনুভূতি উপলব্ধি করার পাশাপাশি তাঁদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষারও খবর রাখার জন্য জনসংযোগ অধিকারিকদের গুরুত্ব রয়েছে।

তিনি বলেন, জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের ক্ষেত্রে জনগণের মতামত গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে জনসংযোগ অধিকারিকদেরও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সেই সঙ্গে নিজ নিজ জেলা তথা মহকুমার ভূগোল, পরম্পরা, জনগণের বিশ্বাস, সমাজ ব্যবস্থার ধরণ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য জনসংযোগ অধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। রাজ্যের জনসংযোগ বিভাগটি রাজ্যবাসীর আস্থা ও বিশ্বাসের বিভাগ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভাগীয় প্রত্যেক আধিকারিক ও কর্মচারীদের প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় থাকার জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনসংযোগ বিভাগকে রাজ্য সরকারের সব থেকে আকর্ষণীয় দফতর বলে উল্লেখ করে, এই বিভাগের প্রতিচ্ছবি আরও উজ্জ্বল করে তুলতে বিভাগীয় অধিকারিক ও কর্মচারীগণকে সম্মিলিত প্রয়াস চালানোর আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

একবিংশ শতাব্দিতে ব্যক্তিগত ও সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে বিভাগীয় আধিকারিকগণকে অধিক দায়বদ্ধতা, দক্ষতা ও পারদর্শিতার সঙ্গে কার্য সম্পাদন কারতে হবে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এ-ও বলেন, রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগাতে রাজ্য সরকার অসংখ্য কার্যসূচি রূপায়ণ করেছে। রাজ্যে যাতে কর্ম-সংস্কৃতির এক উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়, সেজন্য সাংবাদিকদের উপরও অনেক দায়িত্ব বর্তায়। তাই সাংবাদিকদেরও এ-কাজে দায়বদ্ধতার সঙ্গে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। জনসংযোগ বিভাগে নুতন নিযুক্তিপ্রাপ্ত আধিকারিকদের প্রতিও একই আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজকের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামী প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে বলেন, তথ্যই হচ্ছে শক্তি। অন্যদিকে জনসংযোগ রক্ষা করার কাজ হচ্ছে সব থেকে কঠিন কাজ। জনঅরণ্যের মধ্যে ভালো সংযোগ স্থাপন করার জন্য জনসংযোগ অধিকারিকদের নিষ্ঠা এবং সততার সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামী। করোনাকালে নিজের জীবন বাজি রেখে অত্যন্ত দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিভিন্ন ঘটনা-পরিঘটনা তুলে ধরতে সাংবাদিকরা যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন, এর ভূয়সী প্রশংসা করেন হৃষিকেশ গোস্বামী। অন্ধকার সব সময় থাকেনা। সূর্যের কিরণ সকল অন্ধকার দূর করে নতুন দিনের সূচনা করে। করোনা সংকটও কেটে যাবে, রাজ্যবাসীও ধীরে ধীরে জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসবেন বলে এদিনের অনুষ্ঠানে আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, করোনা সংকটকালে রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের অধিকারিক ও কর্মচারীগণও দিবানিশি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন। আর এই প্রেরণাই জনমনে শক্তি জুগিয়েছিল বলে উল্লেখ করেন হৃষিকেশ গোস্বামী।

গোমতী জেলার রাষ্ট্রীয় শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমে উপকৃত নয়ন সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।।রাষ্ট্রীয় শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রকল্পে গোমতী জেলায় এক শিশু চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছে। গর্জনমুড়ার নয়ন সরকার নামে এক শিশু শ্বাসকষ্ট সহ অন্যান্য রোগে ভুগছিল। তার শারীরিক অবস্থা ক্রমশ অবনতি ঘটছিলো।

সম্পতি জেলার রাষ্ট্রীয় শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম প্রকল্পের চিকিৎসক ডাঃ পূজা দেবনাথ ও ডা: অরুণাভ দেবনাথ তোতামুড়া হাই স্কুলে এক শিবিরে িনিং-এর সময় নয়ন সরকারকে দেখতে পান। সাথে সাথে চিকিৎসকগণ নয়ন সরকারের পিতা নারায়ণ সরকার ও স্কুলের শিক্ষকদের সাথে কথা বলেন। নারায়ণ সরকার ডাক্তারদের জানান নয়নের তিন বছর বয়সে হার্টের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু আর্থিক সমস্যার জন্য তিনি চিকিৎসা করাতে পারছিলেন না। নারায়ণবাবু দিনমজরের কাজ করেন। চিকিৎসকগণ নয়নকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন এবং সেখানে ভিডিএস রোগ চিহ্নিত করেন। ডাঃ পূজা দেবনাথ জানান, রোগ চিহ্নিত হওয়ার পর নয়নকে সরকারি উদ্যোগে হাওড়ার নারায়না হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। এখন সুস্থ হয়ে নয়ন বাড়িতে ফিরে এসেছে। নয়ন এখন সম্পর্ণ সুস্থ। নয়নের পিতা নারায়ণ সরকার সহ এলাকার লোকজন স্বাস্থ্য দপ্তরের এই উদ্যোগে খুশি এবং তারা সরকারের প্রতি ক'ত'তা ব্যক্ত করেছেন। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

অটোতে যাতায়াত করবে না।

এর ফলে অটো চালকরা ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। দীর্ঘদিন ধরে তারা রাস্তার পাশে অপেক্ষমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে যাত্রী ওঠানামা করেন। প্রশাসনের নির্দেশে প্রতি সম্মান জানিয়ে তারা সমস্ত অটো নাগের জলা মোটর স্ট্যান্ড এর ভেতরে রাখবেন। সেখান থেকে দশ পনেরটি করে অটো এসে রাস্তার পাশে দাঁড়াবে এবং সেখান থেকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হবে।

এ ধরনের সুযোগ না দেওয়া হলে অটো চালকরা বেরোজগারি পড়বে বলেও তারা দাবি করেছেন। অটোচালকদের পরিবার প্রতি পালনের কথা মাথায় রেখেই অটোচালকদের এই নেওয়ার জন্য তারা প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন।এদিকে প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্যই রাস্তার দু''পাশ খালি রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসনের এই নির্দেশ মেনে অটোচালকদের যাতায়াত করতে হবে বলেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে।প্রশাসন এবং অটো চালক উভয় পক্ষ তাদের অবস্থানে অনড় থাকায় বিষয়টি নিয়ে জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

যেন নিশ্চিত হয় এবং সময় মতো ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা হোক। সরকারও এই লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন বর্তমানে দ্রুততার সঙ্গে এমামদের বিচারব্যবস্থাকে আধুনিক করে তুলছে। বর্তমানে দেশে ১৮ হাজারের থেকে বেশি আদালত কম্পিউটারজাইড হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এবং টেলি কনফারেন্সিংয়কে আইনী সেন্টিটি পাওয়ার পরে সমস্ত আদালতে ই-প্রসেডিং গতি পেয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘ

● প্রথম পাতার পর

ইরাক ও সিরিয়ায় জমি খুইয়ে এখন অনেকটাই কোণঠাসা আইএস। তবে এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী সংগঠনটি। তাদের হালকা ভাবে নেওয়া উচিত হবে না। গত মে মাসে কাবুলের হাসপাতালে হামলা, আগস্টে জালালাবাদের কারাগারে হামলা, কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা ও নানগরহার প্রদেশে আফগান সাংবাদিককে খুনের দায় স্বীকার করেছে ইসলামক স্টেট -খোরাসন। ফলে সংগঠনটি যে আরও নাশকতামূলক ঘটনা ঘটাতে সক্ষম তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে গেছে। ফলে, বিদ্যালয়গুলি পর্যায়ক্রমে খুলে দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, নবম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয় ২৮ ডিসেম্বর, পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি ৪ জানুয়ারি, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি ১৮ জানুয়ারি থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শুরু করার চিন্তাভাবনা চলছে।

তিনি বলেন, ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অন্তর্বর্তী মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, করোনাকালে ত্রিপুরায় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা জানতেই হবে। তাই, পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছেঊ তাঁর বক্তব্য, দেশের সাথে গোটা বিশ্ব ভাবছে করোনা-র প্রকোপে অর্থনৈতিক ক্ষতি কতটা হয়েছে। কিন্তু আমরা চাইছি শিক্ষায় কেমন ক্ষতি হয়েছে তার সমীক্ষা হওয়া খুবই প্রয়োজন। সে মোতাবেক ১৫ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি হবে মপ আপ রাউন্ড।

তিনি জানান, ১৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে শিক্ষক-অভিভাবক বৈঠক। তেমনি ২৮ ফেব্রুয়ারি হবে মপ আপ রাউন্ড। এর পর ৩ থেকে ৯ মার্চ হবে সমীক্ষা। ২৮ মার্চ ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে শিক্ষা দফতর। তিনি আরও জানান, ২৬ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা।

মনসুখ

● প্রথম পাতার পর

নৌপথ সংযোগ প্রকল্পের অংশ হিসাবে গত বছরের জুলাই মাসে গোমতি নদীর তীরে একটি অস্থায়ী ভাসমান জেটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া থেকে বাংলাদেশের দাউদকান্দি পর্যন্ত সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া বন্দর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। সব মিলিয়ে ৪,০০০ কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ নৌপথ তৈরি করা হচ্ছে। মন্দাভিয়া যোগ করেন, বেনারস থেকে হলদিয়া বন্দরটি ১,৪০০ কিমি, হালদিয়া থেকে সুন্দরবন ২০০ কিলোমিটার, সুন্দরবন থেকে যমুনা নদী ৮০০ কিমি এবং যমুনা থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ জাহাজ চলাচলের জন্য ৮৯০ কিমি। তিনি আরও যোগ করেন, এর আগে বাংলাদেশ ও ভারত চট্টগ্রাম, মংলা এবং হলদিয়া বন্দরকে সংযোগকারী একটি প্রটোকল রুটের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং ত্রিপুরা সারা দেশ বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত হবে যখন সোনামুড়া-দাউদকান্দি নৌপথ পুরোপুরি চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে যুক্ত হবে।

ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিকটবর্তী শহর সাব্রুম থেকে মাত্র ৭০ কিলোমিটার দূরবর্তী চট্টগ্রাম বন্দরটি সড়ক ও রেলপথ দ্বারা আগরতলার সাথে ভালোভাবে যুক্ত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আত্মহত্যা

● প্রথম পাতার পর

সকালবেলাতে দিয়ে রাবার বাগানের কাজ করার উদ্দেশ্যে জান। কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও বাড়িতে ফিরে আশায় পরিবারের লোকজনের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। পরিবারের লোকজন রাখার কথা নিয়ে গিয়ে দেখেন তার মৃতদেহ ফাঁসিতে ঝুলছে। তাতে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোক সংখ্যা। খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশকে।খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। মানসিক অবসাদ থেকে ওই ব্যক্তি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকরা এসএমসি কমিটি কর্মকর্তাদের সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে বৈঠক করেছেন।কিন্তু এখনো পর্যন্ত সমাজবিরোধীদের আটক করা যায়নি।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন। বিদ্যালয়ের সম্পদ রক্ষা এবং পঠন-পাঠনের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিভাবক সহ এলাকার সকল স্তরের জনগণের সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়েছেন। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

যে উদ্যোগ শুরু হয়েছে তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কীভাবে বাজার দখল করতে হয় সে দিকে নজর রাখতে হবে। এ সরকার স্বনির্ভরতার প্রতীক। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, যে প্রকল্প শুরু হয়েছে তাতে সংস্থার যেমন লাভ হবে তেমনি এর সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোও উপকৃত হবেন। সরকার উপকৃত হবে। কর্মই ধর্ম, এই সত্যকে মেনে কাজ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি আহ্বান জানান। নিজেকে দুর্বল না ভেবে কর্মের প্রতি নিষ্ঠা রেখে কাজ করতে মুখ্যমন্ত্রী এদিনের ভাষণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, হস্ততাঁত ও হস্তকারু নিগমের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

টানা ১৫ মাস খেলা, টিম ইন্ডিয়ার ঠাসা ক্রীড়াসূচি ঘোষণা করল বিসিসিআই

নয়াদিল্লী, ৬ ফেব্রুয়ারী।। করোনার কোপে ২০২০ সালের অনেকখানি সময় মাঠের বাইরে কেটেছে টিম ইন্ডিয়ার। আর সেই জন্যই ২০২১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত টানা ক্রিকেট খেলবেন বিরাট কোহলিরা।

আগেই এ ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড (স্কঞ্চঞ্জ)। এবার পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করা হল। যাতে দেখা যাচ্ছে, আগামী ১৫ মাস লাগাতার খেলতে হবে ভারতীয় দলকে। গত বছর অতিমারীর জেরে বাতিল ও স্থগিত হয়ে গিয়েছিল একাধিক টুর্নামেন্ট এবং সিরিজ। এশিয়া কাপ থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, সবই পিছিয়ে গিয়েছে। সেই সব হাই ভোল্টেজ টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা চলতি বছর। সেই সঙ্গে ভারতকে খেলতে হবে একাধিক স্থগিত হওয়া দ্বিপাক্ষিক সিরিজও। গত বছরের শেষে অস্ট্রেলিয়া সফর দিয়ে করোনা পরবর্তী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া। আর ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ দিয়ে দেশের মাটিতে ফিরেছে ক্রিকেট। তারই মধ্যে এবার বিসিসিআই জানিয়ে দিল, ১৫ মাস টানা খেলতে হবে কোহলি অ্যান্ড কোংকে। ২০২৩ সাল পর্যন্ত কী কী টুর্নামেন্ট ও সিরিজ খেলবে দল? চলুন দেখে নেওয়া যাক। ২০২১-এর এপ্রিল থেকে মে: আইপিএল ২০২১-এর জুন থেকে জুলাই: ১. ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২. ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা (তিনটি ওয়ানডে ও ৫টি টি-টোয়েন্টি) ৩. এশিয়া কাপ ২০২১-এর জুলাই ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে (তিনটি ওয়ানডে) ২০২১-এর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর:ভারত বনাম ইংল্যান্ড (৫টি টেস্ট) অক্টোবর ২০২১: ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা (৩টি ওয়ানডে ও ৫টি টি-টোয়েন্টি) অক্টোবর থেকে অক্টোবর ২০২১: আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপনভেম্বর থেকে ডিসেম্বর ২০২১:ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড (দু''টি টেস্ট, তিনটি টি-টোয়েন্টি)ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা (৩টি টেস্ট ও ৩টি টি-টোয়েন্টি)২০২২-এর জানুয়ারি থেকে মার্চ: ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৩টি ওয়ানডে ও ৩টি টি-টোয়েন্টি)ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা (৩টি টেস্ট ও ৩টি ওয়ানডে)এপ্রিল থেকে মে ২০২২:আইপিএলজুন ২০২২:কোনও সিরিজ বা টুর্নামেন্ট নেইজুলাই থেকে আগস্ট ২০২২:ভারত বনাম ইংল্যান্ড (৩টি ওয়ানডে ও ৩ টি-টোয়েন্টি)ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৩টি ওয়ানডে ও ৩টি টি-টোয়েন্টি)সেপ্টেম্বর ২০২২:এশিয়া কাপঅক্টোবর থেকে নভেম্বর ২০২২:অস্ট্রেলিয়ায় আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপনভেম্বর থেকে ডিসেম্বর ২০২২:ভারত বনাম বাংলাদেশ (২টি টেস্ট ও ৩টি টি-টোয়েন্টি)ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা (৫টি ওয়ানডে) জানুয়ারি ২০২৩:ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড (৩টি ওয়ানডে, ৩টি টি-টোয়েন্টি)ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ ২০২৩:ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া (৪টি টেস্ট, ৩টি ওয়ানডে ও ৩টি টি-টোয়েন্টি)

রুটের দ্বিশতরান, ব্র্যাডম্যানের পাশে নাম লেখালেন ইংলিশ অধিনায়ক

নয়াদিল্লী, ৬ ফেব্রুয়ারী।। ইংল্যান্ড ৪৫৪ /৪ চা বিরতির আগে পর্যন্ত স্কোর চেন্নাই: দ্বিতীয় দিনে চা বিরতির আগেই দ্বিশতরান করে ফেললেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট। অশ্বিনকে মাথার ওপর দিয়ে বিশাল ছক্কা হাঁকিয়ে অনন্য নজির তৈরি করলেন তিনি। দেড়শো পেরিয়ে যাওয়ার পরেই তৈরি হয়েছিল নতুন রেকর্ড। অধিনায়ক হিসেবে ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের পর রুটই দ্বিতীয় অধিনায়ক তিনি পরপর তিনটি টেস্টে দেড়শোর ওপর রান করলেন। কিন্তু বিশ্ব ক্রিকেটের এই মুহূর্তে অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান আগের দিন পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন ব্যক্তিগত শতরান নয়, দলের বড় রান করে তোলাই লক্ষ্য। শ্রীলঙ্কার মাটিতে দ্বিশতরান করার পর ভারতের প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসেই দ্বিশতরান করে ফেললেন। আরও মজার ব্যাপার শেষ চারটি টেস্ট শতরানের মধ্যে তিনটি দ্বিশতরান। ভারতীয় পেসার বা স্পিনার কেউ তাঁর বিরুদ্ধে দাগ কাটতে পারলেন না। ডিফেন্স প্রায় দুর্ভেদ্য। শট বাছার ক্ষেত্রে নির্ভুল। ফুটওয়ার্ক নিখুঁত। বেন স্টোকস (৮৬) করে আউট হয়ে গেলেও পোপকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলেন রুট। ভারতের বোলারদের এতটাই খারাপ অবস্থা যে রোহিত শর্মাকে বল তুলে দিতে বাধ্য হন বিরাট কোহলি। রুট জানিয়েছিলেন প্রায় ৬০০ রান তোলা লক্ষ্য তাঁদের। সেরকম হলে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে চায় না ইংরেজরা। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে ভারতের তা না ভুল ডিআরএস রিভিউ নেওয়া। ভারতীয় দলের কোনও প্ল্যান বি চোখে পড়ল না।

লেগ সাইড ট্র্যাপ কাজ হচ্ছে না দেখে শর্ট বলের ব্যবহার সেভাবে করতে দেখা গেল না ইশান্ত এবং বুমরাহকে। ধৈর্য,দক্ষতা এবং ধারাবাহিকতা দেখিয়ে ভারতকে একাই ব্যাকফুটে ঠেলে দিলেন জো রুট।

স্বপ্নের ইনিংস রুটের, চেন্নাই টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে রানের পাহাড়ে ইংল্যান্ড

নয়াদিল্লী, ৬ ফেব্রুয়ারী।। ইংল্যান্ড: ১৮০ ওভারে ৫৫৫/৮ (রুট ২১৮, সিবলি ৮৭, বুমরাহ ২/৪০) ভারত: প্রথম দিনের খেলা শেষ সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: চেন্নাই টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর আট উইকেটে ৫৫৫ রান! চিপকের পিচে ইংল্যান্ড যে প্রথম ইনিংসে এ হেন রানের পাহাড় তৈরি করবে ফেলবে, সেটা হয়তো অনেকেই প্রত্যাশা করেননি। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত কাজটিই করে দেখালেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক জো রুট যার স্বপ্নের দৌড় সিরিজের প্রথম ম্যাচের প্রথম দুদিনের শেষে রীতিমতো চাপে ফেলে দিল ভারতকে। চেন্নাই টেস্টের শুরু থেকেই ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের সামনে অসহায় মনে হয়েছে ভারতীয় বোলারদের। ইশান্ত শর্মা, জশপ্রীত বুমরাহ, রবিচন্দ্রন অশ্বিনরা সেভাবে বিব্রতই করতে পারেননি জো রুট, সিবলিদের। প্রথম দিনের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর ছিল ২৬৩/৩। রুট অপরাজিত ছিলেন ১২৮ রানে। এদিন সকালে স্টোকসকে সঙ্গে নিয়ে ফের জুটি বাঁধেন তিনি। স্টোকস-রুটের সেই জুটিই কাল হল ভারতের। ১২৪ রানের সেই জুটি ইংল্যান্ডকে পৌঁছে দেয় ৩৯০ রানের দোরগোড়ায়। এরপর স্টোকস ৮২ রানে আউট হলেও রুট ভারতীয় বোলারদের নিয়ে একপ্রকার ছেলেখেলা করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত ২১৮ রানে শেষ হয় তাঁর অনবদ্য ইনিংস। এরপর বাটলার (৩০), বেস''রা (২৮) ছোট কিন্তু উপযোগী ইনিংস খেলেন। দিনের শেষ ইংল্যান্ড ৫৫৫ রানের বিশাল স্কোরে দাঁড়িয়ে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, চেন্নাই টেস্ট এখন যে পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে, তাতে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে এখান থেকে ইংল্যান্ডের পরাজয় সম্ভব নয়। ভারতকে এখন লড়তে হবে এই ম্যাচ বাঁচানোর জন্য। তবে, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতীয় দল দেখিয়ে দিয়েছে যে কোনও পরিস্থিতি থেকে ফিরে আসার ক্ষমতা তাঁদের রয়েছে। তাই চেন্নাইয়েও টিম ইন্ডিয়া কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেললে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এখন সেই অঘটনের আশাতেই বসে টিম ইন্ডিয়ার সমর্থকরা।

আইপিএল নিলামে নাম লেখালেন শচীন পুত্র অর্জুন, কত দাম রাখলেন নিজের

নয়াদিল্লী, ৬ ফেব্রুয়ারী।। ১৮ তারিখেই চেন্নাইয়ের পাঁচতারা হোটেল বসছে আইপিএল নিলামের আসর। সেই নিলামেই এবার নাম লিখিয়ে ফেললেন শচীন তেন্ডুলকরের পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকর। কিছুদিন আগেই শেষ হওয়া সৈয়দ মুস্তাক আলিতে মুম্বইয়ের স্কোয়াডে ছিলেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার পরেই আইপিএলের নিলামে নাম নথিভুক্ত করার যোগ্যতামান অর্জন করে ফেলেন। তারপরেই সরাসরি আইপিএলের নিলামে তিনি। অর্জুন নিলামে নিজের বেস প্রাইস রেখেছেন ২০ লক্ষ টাকা। আইপিএলের নিলামে নাম লেখানো ৮১৪ জন ভারতীয়র অন্যতম তিনি। সৈয়দ মুস্তাক আলিতে মুম্বইয়ের জার্সিতে দুটো ম্যাচে খেলেন অর্জুন। হরিয়ানার বিরুদ্ধে ৩৪ রানের বিনিময়ে ১ উইকেট দখল করেন। পুদুচ্চেরির বিপক্ষে তাঁর বোলিং ফিগার ৩৩/১। সর্বোচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেটে অবশ্য অর্জুন প্রথম নন। দেশের হয়ে যুব দলে সুযোগ পেয়েছিলেন আগে। পুরুষ ও মহিলা দুই সিনিয়র দলের অনুশীলনেই নেট বোলারের ভূমিকা পালন করেছেন আগে। আইপিএলেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেট বোলার ছিলেন তিনি। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতেই মুম্বই দলের হয়ে আইপিএলে পাড়ি দিয়েছিলেন কয়েকমাস আগেই সবমিলিয়ে নিলামে ১০৭৩ ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছেন। রয়েছেন শ্রীসন্থ। তাঁর বেস প্রাইস ৭৫ লক্ষ।

২৮৩ জন বিদেশি আইপিএলের নিলামে নাম নথিভুক্ত করেছেন। তবে মিচেল স্টার্ক, জো রুট, গত মরশুমে মুম্বইয়ের স্কোয়াডে থাকা জেমস প্যাটিনসন নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সর্বোচ্চ বেস প্রাইস রেখেছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। তাঁর ন্যূনতম মূল্য ২ কোটি। ২ কোটি বেস প্রাইসে নাম লিখিয়েছেন হরভজন সিং, কেদার যাদব, স্টিভ স্মিথ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, কলিন ইনগ্রাম, মঈন আলি, স্যাম বিলিংস, লিয়াম প্লানকেট, জেসন রয়, মার্ক উড। হনুমা বিহারি এবং চেতেশ্বর পূজারার বেস প্রাইস যথাক্রমে ১ কোটি ও ৫০ লক্ষ। প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজির ২৫ জনের স্কোয়াড থাকলে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে ৬১ জন ক্রিকেটারকে নিলামে নেওয়া হবে। এরমধ্যে বিদেশি সংখ্যা ২২ জন।

মেসি-নেমার যুগলবন্দি কি প্যারিসে, বাড়ছে জল্পনা

নয়াদিল্লী, ৬ ফেব্রুয়ারী।। লিয়োনেল মেসির পরের মরসুমে বার্সেলোনা ছাড়ার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা অব্যাহত। এই মরসুম শুরুর আগেই তিনি ক্লাব ছাড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু চুক্তি নিয়ে জটিলতা আদালতে মীমাংসা করতে হবে বলে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। এখন কিন্তু ইচ্ছে করলেই মেসি অন্য ক্লাবের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। প্যারিস সাঁ জারমাঁ (পিএসজি) ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তাঁকে পাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী অনেক দিন থেকে। তবে মেসি নাকি এখনও কোনও ক্লাবের সঙ্গে কথা বলেননি। কিছুদিন আগেও শোনা যাচ্ছিল নেমার দা সিলভা স্যান্টোস জুনিয়র স্পেনে ফিরে আবার মেসির সঙ্গে খেলার ব্যাপারে আগ্রহী। এখন শোনা যাচ্ছে উল্টোটা। মেসি-নেমার যুগলবন্দি নাকি দেখা যেতে পারে পিএসজিতেই। ব্রাজিলীয় তারকাও আগে বলেছিলেন, সেই সম্ভাবনার কথা। তিনি নিজে কিন্তু প্যারিসেই আরও চার বছর থাকছেন। তাঁর কথায়, "পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আর ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ দিতে চাই।" ব্রিটিশ প্রচারমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি যোগ করেছেন, "খুব বেশি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খেলা আমার দেখা হয় না।

২ কোটি টাকা! নিলামে নিজেদের এই দাম ঠিক করলেন কোন ক্রিকেটাররা?

নয়াদিল্লী, ৬ ফেব্রুয়ারী।। ১৮ ফেব্রুয়ারি আইপিএলের নিলামে যেসব ক্রিকেটার উঠবেন, তাঁদের ন্যূনতম দর ঠিক হয়েছে সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা। ভারতীয় এবং বিদেশি ক্রিকেটার মিলিয়ে ১১জন নিজেদের এই মূল্য ঠিক করেছেন। মোট ১০৯৭জন ক্রিকেটারকে নিয়ে নিলাম হবে চেন্নাইতে, যাঁদের মধ্যে ভারতীয় রয়েছেন ৮১৪জন এবং বিদেশি রয়েছেন ২৮৩জন।নিজেদের দাম ২ কোটি টাকা ঠিক করা ক্রিকেটারদের মধ্যে রয়েছেন হরভজন সিংহ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, কেদার যাদব, স্টিভ স্মিথ, শাকিব আল হাসান, মইন আলি, স্যাম বিলিংস, লিয়াম প্ল্যাঙ্কেট, জেসন রয়, মার্ক উড এবং কলিন ইংগ্রাম। হরভজন নিজেকে চেন্নাই সুপার কিংস দল থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। কেদারকে ছেড়ে দিয়েছিল চেন্নাই। এই ২ ভারতীয় ক্রিকেটারই নিলামে নিজেদের দাম ২ কোটি টাকা রেখেছেন।এবারের নিলামে থাকছেন শ্রীসন্থ। তিনি নিজের দাম রেখেছেন ৭৫ লক্ষ টাকা। ভারতীয় টেস্ট দলের নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার চেতেশ্বর পূজারাও থাকছেন এবারের নিলামে। তাঁর দাম ৫০ লক্ষ টাকা। রয়েছেন হনুমা বিহারীও, তিনি নিজের দাম রেখেছেন ১ কোটি টাকা। সচিনপুত্র অর্জুন তেন্ডুলকর নিজের দাম রেখেছেন ২০ লক্ষ টাকা।

বেঙ্গালুর ও চেন্নাইর খেলা ড্র

নয়াদিল্লী, ৬ ফেব্রুয়ারী।। অল্পের জন্য হারতে হারতে বেঁচে গেলো বেঙ্গালুরুদলকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করেন বেঙ্গালুরুর গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিংহ সাঁধু। ৬ মিনিটেই গোল করতে পারত চেন্নাই। কিন্তু ইসমাইলের শট গুরপ্রীতের হাতে লেগে বের হয়ে আসে। ফিরতি বলে রহিম আলীর শট গুরপ্রীত ধরে ফেলেন কমপক্ষে ৭ টি গোল বাঁচান গুরপ্রীত এবং তিনিই ম্যান অফ দ্য ম্যাচ।১৬ ম্যাচে বেঙ্গালুরুর ১৯ ও চেন্নাইর ১৭ পয়েন্ট হয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. - 20/NP/E0/KMP/2020-21

'ihe Executive Officer, Nagar Panchayat, Kamalpur, Dhalai, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura in separate sealed cover for separate tender in PWD Format F/TRI/7, as applicable, from the appropriate classes of enlisted contractors of Tripura PWD & also from the contractors registered in MES/RLYS/CPWD/TTAADC and other State PWD upto **3.00 p.m. on 24th February 2021** for the following works. The tender can be dropped into the specific tender box kept in the office chamber of the undersigned. The tender will be opened on **24th February 2021** at 4.00 PM, if possible. The intended tenderers are requested to remain present in the opening of tenders as per schedule.
If the last date of dropping tender remain closed / paralyzed due to un-avoidable circumstances, the dropping and opening date of tender will automatically be extended up to the same time of next working day.

Sl. No.	Name of "Vork.	Estimated Cost.	Earnest Money.	Time for completion
1	2	3	4	5
1	Construction of Secondary Segregation Center at ward No. 03 of Kamalpur Nagar Panchayta during the year 2020-21 (Model Estimate). DNIT No- 142/NP/EO/KMP/AWPC/2020 -21.	Rs. 4,37,754/-	Rs. 5,000/-	1 (One) Month
2	Construction of Secondary Segregation Center at ward No. 11 of Kamalpur Nagar Panchayta area during the year 2020-21 (Model Estimate). DNIT No- 143/NP/EO/KMP/AWPC/2020 -21.	Rs. 4,37,754/-	Rs. 5,000/-	1 (One) Month

Earnest money in the shape of "Deposit-at-Call" or Demand Draft, of a scheduled Bank of India guaranteed by the RBI in favour of the Execrtive Officer, Nagar Panchayat, Kamalpur, must be submitted along with the tender. Earnest money in any other form will not be accepted. Application for purchase of the Tender Form, separately for each work, will be accepted in any working day up to 19th February 2021 and the original documentary proof of registration of the firm valid labour license, GST clearance certificate, pan card, experience certificate and application must be incorporated with attested copies of the same. Tender Form will be issued to the successful applicant on payment of '1000/- (Rupees One thousand) only for 'SL No. 1 in cash (Non-refundable) (Ref. No. F. 8(5)-PWD(C)/2012, dt. 25.03.2014, w.e.f. 01.04.2014) for each work from 15th February 2021 during office hours. Details of tender Notice, appropriate PWD format can be seen in the office of the Executive **Officer Nagar Panchayat, Kamalpur.**

For & on behalf of the Governor of Tripura.

Executive Officer
Nagar Panchayat
Kamalpur, Dhalai, Tripura.

ICA-C-3073/21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. 29/EE/JRN/2020-2021 dt. 03.02.2021

The executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites percentage rate e-tenders online for the works below:-

Sl NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Urgent mtc. of different roads under Jirania Sub-Division during the year 2021-22/SH:- Soling, restoration of pot holes, depressions etc. DNIe-T NO: 39/R/DNIe T / EE-JRN/PWD (R&B)/2020-21.	Rs. 8,50,704.00	Rs. 8,507.00	6(six) months	Up to 15.00 Hrs on 25-02-2021	At 15.30 Hrs on 25-02-2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
1	Improvement of approach road for newly Constructed PWD Sub-Divisional Office at Khayerpur(L-0.820 km)/S.H :- Mettaling, Carpeting, Seal Coating, providing and laying of paver block. DNIe-T NO: 40/R/DNIe-T / EE-JRN/PWD (R&B)/2020-21.	Rs. 24,13,927.00	Rs. 24,139.00	3(Three) months				

- Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 04-02-2021 to 25-02-2021 last date of downloading and submission of bid is 25-02-2021 upto 15.00 pm
- Bid Fee: Rs 1000.00(One thousand)only each,(non refundable)
- All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
- Submission of Tenders physically is not permitted.

Executive Engineer,
Jirania Division, PWD(R&B),
Jirania, West Tripura.

ICA-C-3065/21

গন্ডাছড়া আই. টি. আই-তে শূণ্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

গন্ডাছড়া আই. টি. আই-তে ২০২০ সালে তৃতীয় পর্যায়ের Walk-In-Admission প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এখনো কিছু আসন শূণ্য রয়েছে। উক্ত শূণ্য আসনগুলিতে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষন নিতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট নমুনা অনুযায়ী দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থী নির্বাচন হবে মেধাভিত্তিক।
শূন্য আসন সম্পর্কিত বিস্তৃত তালিকা নিম্নে দেওয়া হল:-

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম এবং প্রশিক্ষণের সময়কাল	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শূন্য আসন সংখ্যা UR	SC	ST	মোট আসন
2.	Desktop Publishing Operator - (1 year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	03(2+1 Ex-serviceman)	1 Ex-serviceman)	07	11
4.	Welder - (1 year)	অষ্টম শ্রেনী উত্তীর্ণ	15(14+1PH)	05	11	31
5.	Dress Making – (1 Year)	অষ্টম শ্রেনী উত্তীর্ণ	19	05	10	34

১। আবেদনপত্রের নমুনা আই.টি.আই., গন্ডাছড়ার নোটিশ বোর্ডে দেওয়া থাকবে।
২। আবেদনপত্রের নমুনা অনুযায়ী সমস্ত সার্টিফিকেটের (TBSE অনুমোদিত বোর্ডের) যথা - Madhyamik Marksheet & Certificate (অষ্টম শ্রেনী উত্তীর্ণ প্রার্থীদের Marksheet/Progress Card) , Birth Certificate/Madhyamik Admit, Caste certificate, PRTC, Aadhaar Card, PH, Ex-serviceman, self attested photocopy আই.টি.আই.-তে জমা দিতে হবে।
৩। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১২/০২/২০২১ ইং বিকাল ৩ টা পর্যন্ত ।
৪। মেধাতালিকা প্রকাশের তারিখ : ১৫/০২/২০২১ ইং সকাল ১০ ঘটিকা । ভর্তি : ১৫/০২/২০২১ ইং সকাল ১১ ঘটিকা ।
৫। মেধা তালিকার ক্রম অনুসারে এবং ত্রিপুরা সরকারের আসন সংরক্ষণ বিধি অনুযায়ী ট্রেড/আসন বণ্টন করা হবে।
৬। ভর্তি চলাকালীন সময়ে (১৫/০২/২০২১ ইং সকাল ১১ ঘটিকা) প্রার্থীদের নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে হবে। ভর্তির জন্য মেধাতালিকা অনুসারে নাম ডাকার পর যদি কোন প্রার্থী বোর্ড-এর সামনে এসে হাজির না হয়, সেই ক্ষেত্রে তাকে অনুপস্থিত হিসাবে গণ্য করা হবে এবং মেধা তালিকার ক্রম অনুসারে পরবর্তি জনকে সুযোগ দেওয়া হবে।
৭। আসন প্রাপ্ত প্রার্থীদের সেইদিনেই Caution Money ১০০০টাকা (নগদ), ২ কপি ছবি ও সমস্ত সার্টিফিকেটের original এবং self attested photocopy সহকারে নির্দিষ্ট তারিখে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় সেই আসনটি পরবর্তি আবেদনকারিকে দেওয়া হবে।
৯। ড্রপ আউট প্রশিক্ষনার্থীদের Caution Money ফেরত দেওয়া হবে না।
১০। মুদ্রনজনিত ত্রুটির জন্য কতৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না।

স্বা: দেবাশিস দাস
অধ্যক্ষ, আই.টি.আই., গন্ডাছড়া
ধলাই ত্রিপুরা

ICA-D-1449/21

NOTICE INVITING TENDER
NO.F.10(32)-ADJ/KMP/2018-2021/ Dated-05.02.2021

Sealed tenders / quotations are invited from the recognized service; 'provider for the Annual Maintenance Contract for the F.Y- 2021-22 for Computers & its !peripherals,Networking items, LAN items and UPS and its Batteries etc. which are installed in the Court Complex of Addl. District & Sessions Judge , Kamalpur, Dhalai Judicial District.
The last date of submission of Quotation-20.02.2021 within 4:30 pm. The date of opening the Tender/Quotation-01.03.2021 at 3:00 pm. For details to see the website:- https://districts.ecourts.gov.in/india/tripura/dhalai/tender.

Sd/-Illegible
Addl. District & Sessions Judge
Kamalpur, Dhalai Judicial District.
(HEAD OF OFFICE)

ICA-C-3058/21

Addendum

Please read "....from AICTE approved Institutions and institutions established under special Parliamentary /State Act" in place of ".....from AICTE approved Institute" which was published in the Notice of even no. dated 23/01/2021 by Director of Higher Education, Tripura occurred in the 2nd line of Para-2(i).
All other terms and conditions of the advertisement shall remain unchanged.

Sd/- Illegible
Director,
Directorate of Higher Education,
Government of Tripura.

ICA-D-1441/21

ধর্মনগর আই টি আই-তে শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ ধর্মনগর আই টি আই-এ বিভিন্ন ট্রেডে ভর্তির জন্য এখনও কিছু আসন খালি আছে। উক্ত খালি আসনের জন্য আই টি আই ধর্মনগরে ২০২০-২১ এবং ২০২০-২২ইং শিক্ষাবর্ষে নিম্নে উল্লেখিত বিভিন্ন ট্রেডের শূন্য আসন অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে স্বস্ব বিভাগে **FIRST COME FIRST SERVE** ভিত্তিতে ভর্তির জন্য পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম এবং প্রশিক্ষণের সময়কাল	শিক্ষাগত যোগ্যতা	শূন্য আসনের সংখ্যা UR	SC	ST
1	COPA (1 Year)	মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ	-	02	14
2	Fashion Design & Technology (1 Year)		06	03	06 (Ex-Serviceman-01)
3	Welder (1 Year)	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ	-	02	04
4	MMV (2 Year)	মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গণিত ও বিজ্ঞান বিষয় সহ	-	03	01
5	Electrician (2 Year)		-	03	01
6	Electronics Mechanic (2 Year)		-	01	05
7	Wireman (2 Years)	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ	10 (Ex-Serviceman-1)	03	06

উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ১২/০২/২০২১ ইং এ নিম্নে দেওয়া সময়সূচি অনুযায়ী ভর্তি হতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে সাদা কাগজে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।
আবেদনপত্র জমা ও ভর্তির সময় - ১২/০২/২০২১ ইং সকাল ১১ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত
আবেদনপত্র জমা ও ভর্তির দিন প্রার্থীদের ওরিজিনাল ডকুমেন্টস (যথা-Madhyamik Mark Sheet & Certificate (অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ প্রার্থীদের, Mark sheet / Progress Card, Caste Certificate, Date of Birth Certificate/ Madhyamik Admit Card, Permanent Resident Certificate/Aadhaar Card, Certificate of Person with Disability (PWD) and Certificate of Ex-Serviceman) এবং নগদ ১,০০০/- টাকা (Caution Money) সহ ২(কপি) সদ্য তোলা রঙিন পাসপোর্ট ছবিসহ উক্ত নির্ঘণ্ট অনুসারে ধর্মনগর আই টি আই-এ স্বশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে। আসন সংরক্ষণ ত্রিপুরা সরকারের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

স্বাঃ- অস্পষ্ট
অধ্যক্ষ
আই টি আই, ধর্মনগর
উত্তর ত্রিপুরা

ICA-D-1438/21

কৃষকদের ডাকা চাক্কা জ্যামের সমর্থনে আগরতলায় এআইকেকেএমএস এর ধরণা আন্দোলন। ছবি নিজস্ব।

তাঁকে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার দাবি বন্ধ হোক : রতন টাটা

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): তাঁকে ভারতরত্ন সম্মান দেওয়ার দাবি তোলা বন্ধ করা হোক । শনিবার ট্যুইট করে এই অনুরোধ করলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা সমাজসেবী রতন টাটা । শুক্রবার থেকে টুইটারে ট্রেন্ডিং হয়ে গিয়েছে হ্যাশট্যাগ ভারতরত্ন ফর রতন টাটা। তার প্রেক্ষিতে এই টুইট করেন রতন টাটা।

গতকাল মোটিভেশনাল স্পিকার ড় বিবেক ভিন্দ্রা টুইটারে প্রথম দাবি করেন, দেশের প্রতি অবদানের জন্য রতন টাটাকে সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার 'ভারতরত্ন' দেওয়া উচিত। এই দাবি জানিয়ে তিনি শুরু করেন হ্যাশট্যাগটি। রাতারাতি সেটি ট্রেন্ডিং হয়ে যায়। বিবেকের সুরে সুর মেলান বহু নেটিজেন। সেদিকে লক্ষ রেখেই শনিবার সকালে রতন টাটা টুইট করে আরজি জানান, এমন দাবি তোলা বন্ধ করুন নেটিজেনরা। তিনি লেখেন, "একটি অ্যাওয়ার্ডের দাবিতে সোশ্যাল মিডিয়ার একাংশের আবেগকে আমি সম্মান জানাচ্ছি। আমার বিনীত অনুরোধ, এই ধরনের প্রচার বন্ধ হোক। আমি ভাগ্যবান যে, ভারতীয় হিসেবে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে একজন অংশীদার হতে পেরেছি।"

কেবল বিখ্যাত শিল্পপতিই নন, সমাজসেবী হিসেবেও রতন টাটা রীতিমতো জনপ্রিয়। মাসখানেক আগেই টাটা সন্স গোষ্ঠীর এক অসুস্থ প্রাক্তন কর্মচারীর বাড়িতে চলে যেতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। রতন টাটার মানবদরদী চেহারার পরিচয় পেয়ে আপ্লুত হয়েছিল নেটিজেনরা। গত বছরের মার্চে অতিমারীর মোকাবিলায় তাঁর সংস্থা টাটা ট্রাস্টের তরফে ৫০০ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়। পরে আরও ১ হাজার কোটি টাকার অনুদানের কথা ঘোষণা করেন তিনি। সব মিলিয়ে অঙ্কটা দাঁড়ায় দেড় হাজার কোটি টাকা। কিন্তু এসবের পরও প্রচারের আড়ালেই স্বচ্ছন্দ তিনি। তাই অনুরাগীদের বার্তা, তাঁকে বারবার 'ভারতরত্ন' দেওয়ার দাবি বন্ধ হোক।

পুনরায় গণঅবস্থানে বসার অনুমতি চাইতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করার জন্য চাকরিচ্যুত কমিটির আবেদনে সাড়া দিয়ে পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। চাকরিচ্যুতসংগঠিত করার জন্য পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছিল।পুলিশের তরফ থেকে নানা কারণ দেখিয়ে আন্দোলন করার কোন অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের নেতারা। তারা বলেন গণতান্ত্রিক উপায় আন্দোলন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের যৌথ সংগঠনের কমিটিএক টানা ৫১ দিন ধরে সিটি সেন্টারের সামনে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল।গত ২৭ জানুয়ারি পুলিশ আগাম কোন কিছু না জানিয়ে তাদের আন্দোলন মঞ্চ ভেঙ্গে দিয়ে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। রাজ্য সরকার পরিকল্পিত ভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিদের স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ক্রিনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ক্যান্সার স্ক্রিনিং শিবির অনুষ্ঠিত হয় ।আদিত্য বিরলা মেমোরিয়াল হাসপাতাল এবং ডিভাইন্ড টাচ ডায়াগনস্টিক সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এর আয়োজন করা হয় ।স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের ব্যাপক সংখ্যক সাংবাদিক এবং তাদের পরিবারের লোকজনরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় ক্যান্সার ডে উপলক্ষে সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের লোকজনদের ক্যানসার স্ক্রিনিং করতে এই ধরনের শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।আগামী দিলেও এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করায় আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সফরের আগে বাংলায় টুইট করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রবিবার পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হলদিয়ায় একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। তার আগে রাজনৈতিক সভাও করার কথা রয়েছে তাঁর। সফরের আগের দিন শনিবার সন্ধ্যায় বাংলায় টুইট করলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সফরসূচি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে অবহিত করতে বাংলায় টুইট করেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন টুইটে তিনি লেখেন, 'হলদিয়া পরিশোধনাগারের দ্বিতীয় ক্যাটালিটিক-আইসোডিওয়াকসিং ইউনিটের শিলান্যাস করা হবে।একই সঙ্গে ৪১ নম্বর জাতীয় সড়কে হলদিয়ার রানীচকে রেললাইনের ওপর ৪ লেনের উড়ালপুলটির উদ্বোধন করা হবে।'

এদিন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তরফে বাংলায় একটি প্রেস বিবৃতিও জারি করা হয়েছে। তাতে প্রধানমন্ত্রীর সফরের বিস্তারিত জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের তরফে। সেখানে জানানো হয়েছে, আগামীকাল হলদিয়ায় ১১০০ কোটি টাকা ব্যায়ে ভারত পেট্রোলিয়ামের এলপিজি ইমপোর্ট টার্মিনাল, ২,৪০০ কোটি টাকা ব্যায়ে ডোভি — দুর্গাপুর গ্যাস পাইপলাইনের শিলান্যাস করবেন।

এছাড়া ইন্ডিয়ান অয়েলের তৈল শোধনাগারের ক্যাটালিটিক আইসোডিওয়াকসিং ইউনিটের শিলান্যাস করবেন। এছাড়া হলদিয়ার রানিচকে রেললাইনের ওপর ৮ লেনের উড়ালপুলের উদ্বোধন করবেন মোদী।

মায়ানমারে প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের নাম পরিবর্তন

নে পি দ, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। মায়ানমারে প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের নাম পরিবর্তন করল সামরিক জুন্টা। মায়ানমারের স্টেট এডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে অফিস অব স্টেট এডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল রাখা হয়েছে। শনিবার এমনটাই বলা হয়েছে কাউন্সিলের ইস্যু করা এক আদেশে। পাশাপাশি বদল করা হয়েছে ইউনিয়ন গর্ভমেন্ট অফিসেরও ।ইউনিয়ন গর্ভমেন্ট অফিসের নাম পরিবর্তন করে অফিস অব স্টেট এডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল রাখা হয়েছে। স্টেট এডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রেস টিম গঠন করেছে। এর নেতৃত্বে রয়েছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জ মিনতুন।

গত সোমবার নতুন পার্লামেন্ট অধিবেশনের প্রাক্কালে দেশটির গণতান্ত্রিক নেত্রী অং সান সু কিসহ এনএলডি'র সিনিয়র নেতারদের গ্রেফতার ও এক বছরের জরুরি অবস্থা জারির পর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিরক্ষা বিভাগের কমান্ডার-ইন-চিফের ওপর ন্যস্ত করা হয়। এর পর প্রতিরক্ষা বিভাগের কমান্ডার-ইন-চিফ কার্যালয় সম্প্রতি স্টেট এডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল গঠন করে।

নবগঠিত স্টেট এডমিনিস্ট্রেশন কাউন্সিল গত বছরের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনার লক্ষ্যে ইউনিয়ন ইলেকশন কমিশনও সংস্কার করেছে। দেশটির সামরিকবাহিনী নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছে। এছাড়া জরুরি অবস্থা জারির পর কেবিনেটেও বড় ধরণের রদবদল করা হয়।

ইরানে শুরু হচ্ছে করোনার টিকাকরণ

তেহরান, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : চলতি সপ্তাহে ইরানে করোনাভাইরাসের টিকাকরণ শুরু করা হচ্ছে। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ড় হাসান রুহানি।

এদিন করোনা মোকাবিলা বিষয়ক টাস্কফোর্সের বৈঠকে তিনি জানিয়েছে, কারা কারা আগে টিকা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে সেই মতো তার একটি তালিকা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তৈরি করেছে। ওই তালিকা অনুসারে টিকাকরণ করা হবে। রুহানি আরও জানিয়েছেন, করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ হল প্রতিরোধ। এবার পারস্পরিক সহযোগিতায় করোনা মোকাবিলা করতে পারা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া আরেকটি উপায় হল ভ্যাকসিন। সাধারণ নিয়মে টিকার জন্য এক থেকে দুই বছর অপেক্ষা করতে হয়।

কিন্তু যেহেতু করোনাভাইরাসে কারণে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং অসংখ্য সমস্যার জন্ম দিচ্ছে সেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জরুরি ভিত্তিতে এমন ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে।এক্ষেত্রে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের আলোকোজ্জ্বল দশ প্রভাত উপলক্ষেই টিকা দেওয়া শুরু করা হবে বলে রুহানি জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, করোনার টিকা কেনার পাশাপাশি যৌথভাবে এই টিকা উৎপাদনের বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে ইরানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। টিকা তৈরির ক্ষেত্রে ইরান এখন ভালো অবস্থাতেই রয়েছে। এই কারণে দুই দেশের মধ্যে এই সমঝোতা করা হয়েছে যাতে পরবর্তী কালে রুশ টিকা ইরানেই তৈরি করা সম্ভব হয়।

দেশব্যাপী চাক্কা জ্যাম আন্দোলনের সমর্থনে অগরতলায় গণঅবস্থান পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ফেব্রুয়ারি।। দিল্লিতে আন্দোলনের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্যাতন দমন পীড়নের প্রতিবাদে দেশজুড়ে কৃষক সংগঠনগুলির শনিবার কর্মসূচি পালন করেছে। বিভিন্ন রাজ্যের জাতীয় সড়ক অবরোধ করে এই চাক্কা জ্যাম আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়। দেশব্যাপী চাক্কা জ্যাম আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজ্যে সারা ভারত কৃষক সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে আগরতলায় গণ-অবস্থান পালন করা হয়।

প্যারাডাইস চৌমুহনীতে গণ অবস্থান সংঘটিত হয়। গণঅবস্থান এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ভারত কিষান সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন দিল্লতে কৃষকদের আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। দিল্লিতে কৃষক আন্দোলন ৭২ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট রয়েছে। কৃষকরা রাস্তায় বসে আছেন।দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কৃষকরা রাস্তা ছাড়বেন না বলে উল্লেখ করেন পবিত্র বাবু।

এই সন্ধিক্ষণে সরকার আন্দোলনকারী কৃষকদের ওপর যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের টুইটে কেন্দ্র সরকারকে নিশানা করলেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ফের টুইটে কেন্দ্রকে নিশানা করলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। বাজেট পেশের পরেই দাম বেড়েছে রান্নার গ্যাসের দাম। উর্ধমুখী পেট্রল-ডিজেলের দামও। শনিবার এই নিয়েই কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করেন কংগ্রেসের ওয়ানাড় সাংসদ রাহুল গান্ধী। এর পাশাপাশি আন্দোলনরত কৃষকদের সমর্থনেও টুইট করেন তিনি।

শনিবার সকালে প্রথম টুইটেই রান্নার গ্যাস, পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মোদি সরকারকে কটাক্ষ করেন রাহুল। এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে একটি সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ছবি পোস্ট করেন রাহুল। সঙ্গে লেখেন, "মোদি সরকার দেশের বাজেট বিগড়ে দিয়েছে। ঘরে এবং বাইরে — উভয়েই।"

এদিনই দুপুর ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত দেশজুড়ে জাতীয় সড়কে পথ অবরোধ করছেন আন্দোলনকারী কৃষকরা। কৃষকদের সেই আন্দোলনের সমর্থনেও টুইট করেন রাহুল। স্পষ্ট জানান, এই আইন দেশের কৃষক বা শ্রমিক ছাড়াও প্রত্যেক জনগণের জন্যই বিপজ্জনক। লেখেন, "অন্নদাতাদের শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ দেশের কল্যাণের জন্য। এই তিন আইন শুধু কৃষক বা শ্রমিকদের জন্য নয়, জনগণ এবং গোটা দেশের জন্যই বিপজ্জনক। কৃষকদের আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন।"

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ নিয়ে শালীনতার প্রশ্ন বিজেপি-র

কলকাতা, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : কাঁথির জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণে বাক্যচয়ন নিয়ে শালীনতার প্রশ্ন তুলল বিজেপি।

শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারী তৃণমূলেরই বরিষ্ঠ সাংসদ। শিশিরবাবু বর্তমানে বেসুরো। শনিবার তাঁদের নাম না করে অভিষেক জনসভায় বলেন, "আয় তোর বাপকে গিয়ে বল আমি পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে এখানে আছি, কি করবি করে যা !!"

এ কথা জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী টুইটে লিখেছেন, "কাঁথির জনসভা থেকে বাংলা সংস্কৃতি !!" বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, "অভিষেক এখনও পরিণত হননি। ওঁর বোঝা উচিত বয়সে বড় একজনকে তুই-তোকারি করে কথা বলা উচিত নয়। এটা অতি নিম্নমানের কথা।"

বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় টুইটে লিখেছেন, "মুখের ভাষাতেই প্রমাণ পিসির যোগ্য উওরসূরী।বাংলার মানুষ এই সংস্কৃতিকে মানবে না, ছুঁড়ে ফেলে দেবে।"

সমাবেশে অভিষেক বলেন, "অধিকারীদের গড় আবার কিসের? মেদিনীপুরের মাটিতে যেখানেই ভোটে দাঁড়ান ৫০,০০০ হাজারের ব্যবধানে ভোটে হারাব।" এর প্রেক্ষিতে জয়প্রকাশবাবু এ দিন বলেন, "এটাকে অধিকারীদের গড় কে বানিয়েছিল? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তো বানিয়েছিলেন। এখন এ নিয়ে অভিযোগ করে কী লাভ?"

কিছুদিন আগেই অভিষেকের কাঁথির সভার আগে ফেসবুকে হুমকি দেন শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ কনিষ্ক পাণ্ডা। সেখানে নাকি তৃণমূলের সভা না করার জন্য ভয় দেখানোর অভিযোগও ওঠে। তাঁকে এদিন সভামঞ্চ থেকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে অভিষেক জানান, "চার আনার নকুলদানা তার আবার কেশমেমো।"

চিনের সঙ্গে আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেঃ বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর

বিজয়ওয়াড়া, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পূর্ব লাদাখের বিতর্কিত এলাকা থেকে এখনও সরতে নারাজ লালফৌজ। চিনের সঙ্গে আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

শনিবার অন্ধ্র প্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, চিনের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে । লাদাখ সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এদিন বিদেশমন্ত্রী বলেন, "সীমান্তে সংঘাত নিয়ে ভারত ও চিনের সেনাবাহিনীর কমান্ডারদের মধ্যে এপর্যন্ত নয় দফা আলোচনা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস এই বিষয়ে কিছুটা হলেও অগ্রগতি হয়েছে। তবে বাস্তবে তেমন কিছু নজরে আসছে না। গতবছরের ঘটনার পর চিনা ফৌজের মোকাবিলায় আমরা নিয়ন্ত্রণরেখায় বিপুল সংখ্যক সেনা মোতায়েন করেছি।"

বিশ্লেষকদের মতে, পূর্ব লাদাখে যুদ্ধের জন্য তৈরি ভারত। চিনা আগ্রাসন যে কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না, তা প্যাংগং হ্রদের দক্ষিণে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাহাড় দখল করে বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। কিন্তু সীমান্তে এমন পরিস্থিতি অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। কার্যত বারুদের স্তূপের উপর থাকা সীমান্তে একটি সামান্য ঘটনাও বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। ফলে রাজনৈতিক ও সামরিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমেই দুই পরমাণু শক্তিধর দেশকে রফাসূত্র খুঁজতে হবে।

সপ্তদিবসীয় ধন্বন্তরী সেবাযাত্রার উদ্বোধন আজ, ১৫০ জনের বেশি ডাক্তার যাবেন উত্তরপূর্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে

গুয়াহাটি, ৬ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুস্থ নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে আগামীকাল রবিবার থেকে সাতদিনের 'ধন্বন্তরী সেবা যাত্রা-২১' শুরু হচ্ছে। সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল এবং ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন (এনএমও)-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল এই কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং অসমের মিলিয়ে দেড় শতাধিক বরিষ্ঠ ডাক্তার এবং জুনিয়র ডাক্তার আজ গুয়াহাটি এসে পৌঁছেছেন।

গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে আদিংগিরিতে অবস্থিত সেবা ভারতী জনজাতি ছাত্রাবাসে আগামীকাল ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল নয়টায় অষ্টাদশ 'ধন্বন্তরী সেবা যাত্রা-২১'-এর শুভ উদ্বোধন হবে। ১৩ ফেব্রুয়ারি রাতের মধ্যে তাঁরা ফের গুয়াহাটিতে ফিরে আসবেন। তার পরের দিন সমাপন অনুষ্ঠানে ডাক্তাররা তাঁদের সেবা যাত্রার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন। উদ্বোধনী কার্যক্রমের পর পাঁচ থেকে ছয়টি গ্রুপে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাবেন ডাক্তারে দল। সঙ্গে তাঁরা নিয়ে যাবেন বিভিন্ন রোগের ওষুধপত্র এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম।

মূলত উত্তরপূর্বের পাহাড়ি জনপদে গিয়ে তাঁরা গরিব, আধুনিক পৃথিবীর আলো থেকে বঞ্চিত, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন মানুষজনকে টানা সাতদিন চিকিৎসা পরিষেবা দেবেন। দেশ এবং রাজ্যের নানা প্রান্তের বিশেষজ্ঞ, সাধারণ এবং শিক্ষানবিশ ডাক্তাররা মায়েদের গর্ভকালীন এবং প্রসবকালীন গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কেও পাহাড়ি এলাকার প্রসূতিদের সচেতন করবেন।

প্রসঙ্গত গত ২০০৫ সাল থেকে প্রতি বছর এই সময় সেবা ভারতী পূর্বাঞ্চল এবং ন্যাশনাল মেডিকোজ অর্গানাইজেশন-এর যৌথ উদ্যোগে 'ধন্বন্তরী সেবা যাত্রা' অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের '১৮ তম ধন্বন্তরী সেবা যাত্রা'র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত করা হয়েছে প্রভাত কমল বেজবরুয়াকে। তাছাড়া কার্যনির্বাহী সভাপতি ড় সত্যেন্দ্র কুমার চৌধুরী এবং সম্পাদক করা হয়েছে ডা. রক্তিমপ্রতীম তামুলিকে। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগেও বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্নজনকে। সমাপন অনুষ্ঠানে।

ড্রাম সিডার নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৬ ফেব্রুয়ারি।। বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে চড়কবাই এলাকায় ড্রাম সিডারের উপর এক কর্মশালার আয়োজন করাহয়। আজ বেলা ৩ ঘটিকায় শান্তির বাজর মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়ার চড়কবাই এলাকায় বগাফা কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে এলাকার কৃষকদের নিয়ে ড্রাম সিডারের উপর এক কর্মশালার আয়োজন করাহয়। বগাফা কৃষিদপ্তর প্রতিনিয়ত কৃষকদের উন্নয়ন স্বার্থে কাজকরোযাচ্ছে। কৃষি দপ্তরের কর্মরত কর্মীরা প্রতিনিয়ত কৃষকদের উন্নয়নে মাঠে গিয়ে কৃষকদের পরামর্শদিয়ে সাহায্যের হাত বারিয়ে দিয়েছে। এরইমধ্যে স্বল্প সময়ে ও স্বল্প ব্যায়ে ধানের চারা রোপনের জন্য কৃষদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে উন্নতমানে ড্রাম সিডার।

এই মেশিন দিয়ে ধানের চারা রোপন করলে কৃষকরা অনেক উপকৃত হবে এবং কৃষদের খরচ অনেক কমেযাবে। বগাফা কৃষি দপ্তরের মূল্যলক্ষ্য কৃষকদের আয় দ্বীগুন করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করে চলছে বগাফা কৃষি দপ্তর। কৃষি দপ্তর কতৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা কৃষি আধিকারিক সুজিত দাস, বাইখোড়ার সেক্টর অফিসার দীপক দাস, শান্তির বাজারের সেক্টর অফিসার সুভেন্দু বিকাশ মজুমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুজিত দ সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা। আজকে এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান বগাফা কৃষি আধিকারিক। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্যকরাযায়।

শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদি ও তাঁদের পরিবারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত স্ক্রিনিং ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।